সাহাবায়ে কিরাম
[রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন]
আবদুল হামীদ

সাহাবায়ে কিরাম

সঞ্চয়নে ঃ
আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

অবতরণিকা

সাহাবায়ে কিরাম আমাদের মাথার মুকুট ও চোখের মণি, তবুও কেন এ নিয়ে লেখা?

‘আমাদের’ বলতে আহলে সুন্নাহর কাছে তাই। কিন্তু বিশ্বে এমনও ‘মুসলিম’ নামের মানুষ আছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের সম্মান দেয় না। বরং তাঁদের অসম্মান করে। তাঁদের অনেককে গালাগালি করে।

তাঁদের মাঝে ঘটিত ইজতিহাদী ভুল ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে তাঁদের এক দলের পক্ষ নিয়ে অপর পক্ষকে অভিশাপযোগ্য ধারণা করে।

আর যেহেতু তাঁরা ছিলেন দ্বীনের ধারক ও বাহক। সুতরাং তাঁদেরকে গালি ও অভিশাপ দিলে তাঁদের ধারণকৃত ও বহনকৃত দ্বীন ও সুন্নাহর মাঝে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটে।

তাই তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা, তাঁদের প্রতি কুধারণার অনুপ্রবেশ-পথ বন্ধ করা এবং মানুষের মাঝে তাঁদের বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করা জরুরী ছিল।

বলা বাহুল্য, তাঁদের বিষয়ে সঠিক আক্বীদা ও বিশ্বাস দ্বীনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্যই ইসলামী আক্বীদার বই-পুস্তকগুলির একটা অংশ থাকে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর ব্যাপারে শুদ্ধ বিশ্বাস রাখা নিয়ে আলোচনা।

এতদ্‌সত্ত্বেও বহু তথাকথিত চিন্তাবিদ বা আলেমের লিখায় দেখতে পাবেন, তাঁদের আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচনায় পতিত হয়েছেন। সরাসরি গালি না দিলেও কুমন্তব্যের বেড়াজালে তাঁদের আলোচনাকে বিজড়িত করে ফেলেছেন। যা পাঠ ক'রে সাধারণ পাঠকও নিজেদের সঠিক আক্বীদা ও ঈমানকে কলুষিত করতে পারেন, এই আশঙ্কায় এই পুস্তিকার অবতারণা।

সঠিক অর্থে যারা আহলে সুন্নাহ, তারা সকল সাহাবাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁদের সমালোচনা করে না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস-বিরোধী না হলে তাঁদের আমলকে নিজেদের আমল বলে মানে। তবে তাঁদের মহব্বতে অতিরঞ্জন করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি ও আমলের উপর তাঁদের আমল ও উক্তিকে প্রাধান্য দেয় না। যেমন আহলে সুন্নাহ সকল ইমামকে

শ্রদ্ধা করে, কাউকে খাটো ক'রে দেখে না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি ও আমলের উপর তাঁদের কারো আমল ও উক্তিকে প্রাধান্য দেয় না।

আহলে সুন্নাহ আউলিয়া মানে, তবে তাঁদের কাছে কিছু চাওয়া শির্ক মনে করে। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া, তবুও তাঁদের কাউকে ‘মুশকিল-কুশা’ বা ‘বিপত্তারণ’ বলে মনে করে না। কারণ তা শির্ক।

আহলে বায়ত নিয়ে অতিরঞ্জন করে না, ‘পাক পাঞ্জেতন’কে বিপাক দূরীভূত করার অসীলা মানে না। কারণ তাও শির্ক।

কিন্তু শিক্ষার অভাবে আহলে সুন্নাহর ঘরেও ঢুকছে উক্ত অসীলার ফটোযুক্ত ক্যালেন্ডার ও বাঁধানো ছবি। অনেকে চিত্ত-বিনোদনের আশায় যোগ দিচ্ছে সেই মহর্রম-মিছিলে, যাতে কোন কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া হচ্ছে!

এ সব ব্যাপারেও সতর্কীকরণ জরুরী ছিল। তাই লেখার প্রয়োজন ছিল।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন, যেন আমরা খাঁটি ‘আহলে সুন্নাহ’ হতে পারি। আমীন।

দ্বীনের খাদেম

আব্দুল হামীদ মাদানী

১/৯/ ১৪৩৪হিঃ

১০/৭/ ১৩

সাহাবী কে?

সাহাবী মানে সাথী, সঙ্গী, সহচর, শিশ্য ইত্যাদি। সাহাবীর বহুবচন সাহাবা।

শরীয়তের পরিভাষায় 'সাহাবী' বলা হয়, প্রত্যেক সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে, যিনি ঈমানের অবস্থায় নবী ﷺ-এ সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেনি, তাকে 'সাহাবী' বলা হয় না।

যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে, কিন্তু ঈমানের অবস্থায় মারা যায়নি, বরং কাফের বা মুর্তাদ হয়ে মারা গেছে, তাকে 'সাহাবী' বলা হয় না।

যিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং চোখে দেখেছেন, তিনি সাহাবী। কিন্তু দৃষ্টিহীন হওয়ার কারণে যিনি তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে পাননি, তিনিও সাহাবী।

সাহাবার সংখ্যা

সাহাবার সঠিক সংখ্যা বলা বড় কঠিন। ইবনে কাষীর বলেছেন, 'সাহাবাগণের মোট সংখ্যা কত, সে ব্যাপারে লোকেদের মতভেদ আছে। আবূ যুরআহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়, তিনি বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা পৌঁছে ১ লক্ষ ২০ হাজারে।'

প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। যাঁরাই তাঁদের কোন একটা সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তাঁরাই কোন একটা ঘটনায় উল্লিখিত সংখ্যার উপর নির্ভর করেছেন। অথচ সেটাই সর্বশেষ সংখ্যা নাও হতে পারে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ইল্‌ম অনুসারে একটা সংখ্যা বলে থাকেন। মূলতঃ কোনটাই সুনির্ধারিত নয়।

সাহাবার গুরুত্ব

যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ ও বিকাশ লাভের জন্য জরুরী বিশ্বস্ত শিশ্য ও কর্মচারীর।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হয়ে এলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মতো বিশ্বাসীর দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই বিশ্বাসী।

তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মতো, তাঁর কথা মেনে নেওয়ার মতো নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের প্রয়োজন ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই ভক্তবৃন্দ।

নবুঅতের প্রচারক ও সংবাদ-বাহকের দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই সংবাদ-বাহক।

প্রয়োজন ছিল নবুঅতের পতাকাধারী নির্ভিক বীর সেনাবাহিনীর। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই পতাকাধারী বীর সেনাবাহিনী।

মহানবী ﷺ-এর শত্রু ছিল, তাঁকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিয়েছিল, তাঁকে কত শত কষ্ট দিয়েছিল। তা প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী সঙ্গীর দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই সঙ্গী।

বিপদের পথে শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সফর-সাথীর প্রয়োজন ছিল, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই সফর-সাথী।

যে খবর তিনি বলেন, তা বিশ্বাস ক'রে তাঁকে সমর্থন করার মতো মানুষের দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই সমর্থক মানুষ।

অবিশ্বাসের অন্ধকারে বিশ্বাসের আলো জ্বালতে দরকার ছিল খুন ও অর্থের জ্বালানীর। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ ছিলেন খুন ও অর্থ দিয়ে সেই আলো জ্বালাতে সাহায্যকারী মানুষ।

মহান আল্লাহ নিজ নবীকে একাকী সফলতা দেননি। তাঁর সাফল্যের জন্য অসীলা করেছিলেন কিছু নিবেদিত প্রাণ মানুষকে। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ গণ ছিলেন সেই নিবেদিত প্রাণ মানুষ।

মহান আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য নবীর সহযোগী ও মদদগার মানুষের প্রয়োজন ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷽ গণ ছিলেন সেই দ্বীনের সহযোগী ও মদদগার মানুষ।

নবুঅতের বাণী দিকে দিকে প্রচার করার জন্য প্রচুর মুবাল্লিগ ও প্রচারকের দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷽ গণ ছিলেন সেই মুবাল্লিগ ও প্রচারক।

সুখে-দুঃখে, আরামে ও কষ্টে এবং নিজেদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করবে---এমন ধৈর্যশীল সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ﷽ গণ ছিলেন সেই ধৈর্যশীল মানুষ, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা প্রদর্শন ক'রে গেছেন।

দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, লালন ও রক্ষণাবেক্ষণ---সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকের দরকার ছিল, সাহাবায়ে কিরাম ﷽ গণ ছিলেন সেই পৃষ্ঠপোষক মানুষ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ....).

অর্থাৎ, আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হতো। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। *(মুসলিম ১৮৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« مَا كَانَ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ ».

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীরই (কিছু) সহযোগী ছিল। তারা তাঁর পথনির্দেশ অনুযায়ী পথ চলত এবং তাঁর আদর্শে আদর্শবান হত। *(মুসলিম ১৮৯নং)*

তাঁরা ছিলেন মহান সৃষ্টিকর্তার নির্বাচিত, মহানবী ﷺ-এর বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র। তাঁরা সারা মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধার পাত্র। 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম।'

সাহাবার প্রতি আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য

সাহাবাদের প্রতি আমাদের প্রথম কর্তব্য ঃ

সাহাবাদের প্রতি আমাদের প্রথম কর্তব্য হল, আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসব, শ্রদ্ধা করব, সম্মানের সাথে তাঁদের নাম নেব। তাঁদের প্রতি ভক্তিতে আমাদের মন-প্রাণ পরিপ্লুত থাকবে। যেহেতু তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তিভাজন ও মান্যবর।

আমরা তাঁদের উক্তি ও আমলকে দলীল মনে করব, যদি তা সহীহ প্রমাণিত হয় এবং রসূল ﷺ-এর উক্তি ও আমলের পরিপন্থী না হয়। আমরা তাঁদের 'ইজমা' (ঐক্যমত)কে মেনে নেব। আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসব, তার মানেই আমাদের মনে তাঁদের প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ, যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' (হাশ্‌র ঃ ১০)

মহানবী ﷺ সাহাবাদের একাংশের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, সাহাবাকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচয়।

(آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ).

অর্থাৎ, ঈমানের নিদর্শন আনসারকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর নিদর্শন আনসারকে ঘৃণা করা। *(বুখারী ১৭, মুসলিম ২৪৫নং)*

(الْأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ).

অর্থাৎ, মু'মিন মাত্রই আনসারকে ভালোবাসে এবং মুনাফিক মাত্রই তাদেরকে ঘৃণা করে। সুতরাং তাদেরকে যে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকে

ভালোবাসবেন এবং তাদেরকে যে ঘৃণা করবে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন। *(বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ২৪৬নং)*

« لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ».

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আনসারকে ঘৃণা করে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে। *(মুসলিম ২৪৭-২৪৮নং)*

সাহাবাদের প্রতি আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ সাহাবার বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস

আহলে সুন্নাহর নিকট প্রত্যেক সাহাবীই বিশ্বস্ত ও সম্মানার্হ মানুষ। তাঁর প্রত্যেক কথা বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর প্রত্যেক খবর নির্ভরযোগ্য। নবী ﷺ থেকে তাঁর পৌঁছানো প্রত্যেক কথা গ্রহণযোগ্য।

সাহাবাগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ নির্ভরযোগ্যতা দান করেছেন খোদ মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ আওলিয়া এবং আল্লাহর নির্বাচিত বন্ধুবর্গ। তাঁরাই সৃষ্টির সেরা মানুষ এবং নবীর পরে এ উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুসলিম।

তাঁরা বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য তাঁদের দ্বীন ও ঈমানদারিতে, দ্বীন ও শরীয়তের বর্ণনা ও বহন করাতে। তাঁদের কারো কারো মাঝে যে ইজতিহাদী ত্রুটি ছিল, আল্লাহ ও রসূলের প্রশংসায় তা বিলীন হয়ে গেছে।

দ্বীন ও শরীয়ত, কুরআন ও সুন্নাহর ধারক ও বাহক তাঁরাই। তাঁরা নবীর আদেশ পালন করেছেন বলেই আমরা আমাদের দ্বীন ও শরীয়ত সঠিকরূপে প্রাপ্ত হয়েছি। বিদায়ী হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

(أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ....)

"শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে।"

অবশেষে তিনি বললেন, "সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" *(বুখারী ৪৪০৬, মুসলিম ৪৪৭৭নং)*

তিনি এই মহান আমানত পৌঁছে দিতে সাহাবাগণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে দুআ দিয়ে বলেছেন,

(نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ).

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(আবূ দাঊদ ৩৬৬২, তিরমিযী ২৬৫৬, ইবনে মাজাহ ২৩০নং)*

তিনি হাদীস শোনা ও স্মৃতিস্থ ক'রে রাখার গুরুত্ব আরোপ ক'রে বলেছেন,

(تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ).

অর্থাৎ, তোমরা শুনছ, তোমাদের নিকট থেকে শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যে শুনবে, তার নিকট থেকে শোনা হবে। *(আহমাদ ২৯৪৫, হাকেম, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ১৭৮৪নং)*

সুতরাং দ্বীন ও সুন্নাহর সনদে সাহাবাগণই মূল অংশ। তাঁদেরকে দুর্বল করলে দ্বীনই দুর্বল হয়ে যায়।

এমন কোন সহীহ মারফূ' হাদীস নেই, যাতে এক বা একাধিক কোন সাহাবী নেই।

তাঁরা বড় আমানতদারির সাথে দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বড় যত্নের সাথে নবীর সুন্নাহর হিফাযত করেছেন। দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রেখে উড্ডীন করেছেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ নেই, যাঁকে মিথ্যুক ভাবা যাবে। এমন কেউ নেই, যাঁকে অনির্ভরযোগ্য বলে সন্দেহ করা যাবে। তাঁদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির পরেও তাঁদের বিশ্বস্ততা খোয়া যায়নি।

তাঁদের কোন বর্ণনাকারীকে 'যয়ীফ' বা 'দুর্বল' বলা হয় না। রিজালশাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই তাঁদের ব্যাপারে কোন নেতিবাচক মন্তব্য বা সমালোচনা পাওয়া যায় না।

সাহাবীর 'মুরসাল' হাদীসকে 'দুর্বল' বলা হয় না। যেহেতু কোন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করলেও সে ব্যক্তি সাহাবী। আর সাহাবাগণ সকলেই বিশ্বাসের পাত্র।

হাফেয আল-ইরাক্বী বলেছেন,

إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابس الفتن منهم وذلك من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضاً: في الإجماع على تعديليهم إحساناً للظن بهم وحملاً لهم في ذلك على الاجتهاد.

অর্থাৎ, সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা (গৃহযুদ্ধের) ফিতনার সাথে জড়িত হননি, উম্মতের সকলেই একমত যে, তাঁরা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আর তা হল উষমান হত্যার সময়কাল পর্যন্ত। অবশ্য তার পরবর্তীকালের সাহাবাগণের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য উলামাদের ঐকমত্য এই যে, তাঁরাও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যেহেতু তাঁদের প্রতি সুধারণা রাখতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছে, তা তাঁদের ইজতিহাদী ব্যাপার বলে জানতে হবে। *(শারহুত তাবস্বিরাহ অততাযকিরাহ ১/২০৮)*

ইমাম যাহাবী বলেছেন,

فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى.

'আর সাহাবা ﷺ, তাঁদের বিছানা গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁদের মাঝে যা ঘটার তা ঘটেছে। (তাঁদের সমালোচনা করা যাবে না।) সুতরাং তাঁদের বিশ্বস্ততা ও তাঁরা যা বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করি। *(মা'রিফাতুর রুয়াত ৪৬পৃঃ)*

উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

(أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم ، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم) .

অর্থাৎ, তাঁরা সেই সম্প্রদায়, যাঁদের রক্ত থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের জিহ্বাকে তাঁদের সম্মান লুটা থেকে পবিত্র রাখব। *(উসূলুল ঈমান ১/৩৬৫)*

সাহাবাদের প্রতি আমাদের তৃতীয় কর্তব্য ঃ

সাহাবাদের প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য হল, আমরা তাঁদের জন্য দুআ করব। এটা তাঁদের প্রাপ্য। দ্বীনের স্বার্থে যাঁরা নিজেদের জান-মাল ব্যয় ক'রে গেছেন, তাঁরা কি দুআ পাওয়ার হকদার নন? অবশ্যই।

সুতরাং আমরা তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করব, তাঁদের প্রতি করুণা বর্ষণের আবেদন জানাব এবং তাঁদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করব। যেমন মহান নিজেই বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} (١٠٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। (তাওবাহ ঃ ১০০)

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ, যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' (হাশ্র ঃ ১০)

সাহাবাদের প্রতি আমাদের চতুর্থ কর্তব্য

সাহাবাদের প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য হল, আমরা আমাদের হৃদয়-মনকে তাঁদের ব্যাপারে পরিষ্কার রাখব। আমাদের মনে তাঁদের প্রতি কোন প্রকারের বিদ্বেষ থাকবে না, কূট ও ঘৃণা থাকবে না। তাঁদের কোন প্রকার দুর্ঘটনা শুনে আমাদের মন তাঁদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হবে না। এ কথা মহান আল্লাহর শিখানো উক্ত দুআতেই রয়েছে।

তাতে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা আমাদের ভাই। এমন ভাই, যাঁরা সবার আগে আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে রসূলকে সাহায্য করেছেন। নিজেদের জান-মালকে কুরবানী দিয়ে আমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়ে গেছেন। কত

বড় অধিকার তাঁদের! তাঁদের কারো কোন ত্রুটির কারণে কি সেই অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে? আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির আদালতে বিচার ক'রে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কি অন্তর থেকে বিলীন হয়ে যাবে?

তা হতে পারে না। আমাদের মহান প্রতিপালক তাই শিখিয়েছেন, যাতে আমরা বলি, 'মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।'

বরং তাঁদের প্রতি আমাদের মনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখ, যেন তাঁদের প্রতি আমাদের মনে কোন প্রকার কুধারণা না হয়। তাঁদের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ না করি।

সাহাবার প্রতি আমাদের পঞ্চম কর্তব্য ঃ

তাঁদের কোন ত্রুটি শুনে অথবা তাঁদের প্রতি কোন কুধারণা ক'রে তাঁদেরকে কোন প্রকার গালাগালি করব না, তাঁদের কোন সমালোচনা করব না।

আমরা তাঁদের মাঝে ঘটিত দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করব, কিন্তু সমালোচনা করব না। কারণ সমালোচনা এক প্রকার গালি। আর যেহেতু তাঁরা দ্বীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক। সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করার মানেই দ্বীনের সমালোচনা করা।

তাঁদের কোন ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কারো বিরুদ্ধে কুমন্তব্য ও কটূক্তি করাই হল সমালোচনা করা। যে সমালোচনায় তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় অথবা তাঁদের সম্ভ্রমে আঘাত লাগে, তা করার মানেই তাঁদেরকে গালি দেওয়া। আর তা আমাদের জন্য বৈধ নয়।

বৈধ নয় তাঁদের বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতায় কোন প্রকার সন্দেহ করা। বলনে বা লিখনে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা, ব্যঙ্গোক্তি করা, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা, একজন সাহাবীর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অপরকে তুচ্ছ করা বৈধ নয়।

ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْلَمُوْا أَنَّهُ زِنْدِيْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ عِنْدَنَا حَقٌّ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَجْرَحُوْا شُهُوْدَنَا لِيُبْطِلُوْا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ.

অর্থাৎ, যখন তোমরা ব্যক্তি বিশেষকে দেখবে যে, সে নবী ﷺ-এর সহচরগণের কারোর বিরুদ্ধে অপমানকর কথা বলছে, তখন জেনে নিয়ো যে, সে একজন ধর্মদ্রোহী। যেহেতু আমাদের নিকট রসূল ﷺ সত্য। কুরআন সত্য। আমাদের নিকট এই কুরআন ও সুন্নাহ পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ। মূলতঃ তারা (তাঁদের সমালোচনার মাধ্যমে) আমাদের সাক্ষী (বর্ণনাকারী)দেরকে আঘাত করতে চায়, যাতে কিতাব ও সুন্নাহকে বাতিল করতে পারে। অথচ তারাই অধিক আঘাতযোগ্য, তারা হল ধর্মদ্রোহী। *(আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ ৪৯পৃঃ)*

ইসলাম-বিদ্বেষীরা অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যাতে তারা ইসলামে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে। অমুসলিমদেরকে ইসলামকে দূর করতে এবং মুসলিমদেরকে ইসলামে সন্দিহান করতে তারা গুপ্ত ও প্রকাশ্য প্রচেষ্টায় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, তাতে রয়েছে মুসলিম নামধারী বহু মুনাফিক ও বিদআতী, যারা ঐ ধর্মদ্রোহীদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে এবং সাহাবাদের আমানতদারীতে সন্দিহান হয়ে পৃথক মযহাব সৃষ্টি করে বসেছে।

পক্ষান্তরে যাঁদের প্রতি ওরা সন্দিহান, তাঁদের প্রতি মহান প্রতিপালক সন্তুষ্ট। তিনি তাঁদেরকে সনদ দিয়েছেন যে, 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম, অরাযু আনহু'। যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট, তাঁরা কি বিশ্বাসঘাতক হতে পারেন? যাঁরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে বিশ্বস্ত, তাঁরা কি আমাদের নিকট অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য হতে পারেন? মোটেই না, কক্ষনোই না।

যে মানুষদের প্রতি মহান প্রতিপালক সন্তুষ্ট, সে মানুষদেরকে কি কোন মু'মিন গালি দিতে পারে? যে মানুষেরা ইসলামে অগ্রণী, সে মানুষদেরকে কি কোন মুসলিম অভিশাপ করতে পারে? যাঁদেরকে গালি দিতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন, তাঁদেরকে কি কোন উম্মতী লানত দিতে পারে?

রসূল ﷺ বলেন,

« لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِى فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ».

"আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যেহেতু যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তা

তাদের কারো মুদ্ (৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধমুদ্ পরিমাপেও পৌঁছবে না।" *(বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ৬৬৫২নং)*

(لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي).

"তোমরা আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৪৭৭১, সঃ জামে' ৫১১১নং)*

(مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

"যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৭০৯নং)*

এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, "আল্লাহ তার নিকট থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।" *(সিঃ সহীহাহ ২৩৪০নং)*

সাধারণ মুসলিমকেই গালাগালি করা ফাসেকী। তাহলে বিশিষ্ট মুসলিম, শ্রেষ্ঠ মুসলিমদেরকে গালি দিলে কোন্ শ্রেণীর ফাসেকী হতে পারে, তা অনুমেয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ».

"মুসলিমকে গালি মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সাথে খুনাখুনী করা কুফরী।" *(বুখারী ৪৮, মুসলিম ২৩০নং)*

মু'মিন স্বাভাবিকভাবে অভিশাপকারী হতে পারে না। তার চরিত্র নয়, মানুষকে লানতান ও গালাগালি করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ).

অর্থাৎ, মু'মিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না। *(আহমাদ ৩৯৪৮, তিরমিযী ১৯৭৭, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৩১২নং)*

অতীব দুঃখের বিষয় যে, তৃতীয় খলীফা উষমান رضي الله عنه-এর যুগ থেকেই সাহাবাকে গালাগালি করা শুরু হয়। তখনকার মিসরীয়রা তাঁকে গালি দেওয়া শুরু করে, শামবাসীরা আলী رضي الله عنه-কে গালিগালাজ করতে লাগে এবং ইরাকীরা বহু সাহাবার বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে আরম্ভ করে। শুরু হয় নানা ফিতনা, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফিতনা। সেই সময় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু

আনহা) তাঁর বোনপো উরওয়াহ বিন যুবাইরকে বলেছিলেন,

يَا ابْنَ أُخْتِى أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوهُمْ.

অর্থাৎ, হে আমার বোনপো! ওদেরকে নবী ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে আদেশ করা হয়েছে। আর ওরা তাঁদেরকে গালি দিচ্ছে! *(মুসলিম ৭৭২৪, ইবনে আবী শাইবাহ ৩২৪১৮-নং)*

ওদের ব্যাপারে বলা হয়েছিল,

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ, যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' (হাশ্‌র ঃ ১০)

কিন্তু ওরা ভুল বুঝে অথবা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ক'রে তাঁদেরকে গালি দিয়ে কুরআনের স্পষ্ট বিরোধিতা করল। ভালো মানুষদের বিরুদ্ধে মন্দরা নিন্দাবাদকে জিন্দাবাদ করল। আর এটাই দুনিয়ার নীতি, ভালো মানুষের শত্রু অনেক। ভালোর কাল নেই। ভালোর সমালোচনা হয় মন্দদের দ্বারা। মন্দরা ভালোদের গীবত করে। আর তাতে লাভ হয় ভালোদেরই। এটা আল্লাহর নীতি।

কিছু লোক অবাক হয়ে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বলল, 'অনেক লোক মহানবী ﷺ-এর সাহাবার ব্যাপারে অপমানকর কথাবার্তা বলছে, এমনকি আবূ বাক্‌র ও উমারের ব্যাপারেও!' তা শুনে তিনি তাদেরকে বললেন,

وَمَا تَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا؟ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ لاَ يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ.

'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? তাঁদের আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ পছন্দ করেছেন, যাতে তাঁদের নেকী বিচ্ছিন্ন না হোক।' *(মুখতাসার তারীখে দিমাশ্‌ক ২৫৪৬পৃঃ, তারীখে বাগদাদ ৫/ ১৪৭)*

তাঁদের নেকীর পাহাড় হবে রোজ কিয়ামতে। যেহেতু সেদিন হবে প্রতিশোধ দেওয়া-নেওয়ার দিন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবারা বললেন, 'আমাদের

মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন,

«إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ».

"আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৬৭৪৪নং, তিরমিযী)*

সাধারণ কোন মানুষকে গালি দেওয়ার পরিণতি স্পষ্ট, সুতরাং সাহাবাকে গালি দেওয়ার পরিণতি কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

যেহেতু অগঠনমূলক সমালোচনা এক প্রকার গালি। সুতরাং মৃত মানুষদের সমালোচনা করা বৈধ নয়। সাহাবাগণের মাঝে যে গৃহদ্বন্দ্ব তথা গৃহযুদ্ধ ছিল, তাতে কে হকপন্থী ছিলেন, আর কে বাতিলপন্থী ছিলেন, তা নিয়ে আমরা ভেবে কী করব? তাঁদের গত হওয়ার পরে তাঁদের ভুল বুঝাবুঝির জের নিয়ে আমরা কেন আপোসে দ্বন্দ্ব করব?

কেন আমরা মৃত মুসলিমদেরকে গালিগালাজ করব? অথচ আমাদের নবী ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا).

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ো না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" (অর্থাৎ, তার ফল ভোগ করছে।) *(বুখারী*

১৩৯৩, ৬৫১৬নং)

কেমন মুসলিম সে, যে অকারণে কোন মুসলিমকে গালি দেয়? কেমন মুসলিম সে, যে কারোর বুঝার ভুলে ক'রে ফেলা ত্রুটি ধরে গালাগালি করে? অথচ তার নবী ﷺ বলেন,

(الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ).

"প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে।" *(বুখারী ৯, মুসলিম ১৭১নং)*

বলা বাহুল্য, প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য আমাদের উচিত কোন সাহাবীর সমালোচনা না করা। উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) বলেছেন,

(أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم ، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم) .

অর্থাৎ, তাঁরা সেই সম্প্রদায়, যাঁদের রক্ত থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের জিহ্বাকে তাঁদের সম্মান লুটা থেকে পবিত্র রাখব। *(উসূলুল ঈমান ১/৩৬৫)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)কে একদা সাহাবাদের ফিতনা (গৃহযুদ্ধ) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে এই আয়াত পাঠ করেছিলেন,

{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, সেই উম্মত (দল) গত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের; তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। আর তারা যা করত, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। *(বাক্বারাহঃ ১৩৪, ১৪১)*

সত্যিই তো। যদি ধরেও নিই যে, সাহাবাদের কেউ কোন অপরাধ করেই ফেলেছেন, তা বলে কি মহান আল্লাহ তার জন্য আমাকে-আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন? নাকি তাঁদের সেই গৃহদ্বন্দ্বের বিচারভার আমার-আপনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে?

ভুল বুঝাবুঝির ফলে মনুষ্য-সংসারে আগুন ধরে। সাময়িক ঝগড়া-বিবাদ হয়, পিতামাতা অথবা ভ্রাতা-ভগিনীর সাথে দ্বন্দ্ব-বিবাদ হয়ে থাকে। বাইরে থেকে কত উলুখাগড়া তাদের সপক্ষে-বিপক্ষে নানা মন্তব্য করে। তা বলে কি তারা একে অন্যের পর হয়ে যায়? কক্ষনোই না।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কিছু মানুষ আছে, যারা সেই বিবাদে নিজেদের নাক গলায় এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে বসে নিজেদের সম্ভ্রম নষ্ট করে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে অনিচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ভুল কাজ ক'রে ফেললেও মহান আল্লাহ সে ভুল ক্ষমা ক'রে দেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলতে শিখিয়েছেন,

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। *(বাক্বারাহঃ ২৮৬)*

পক্ষান্তরে সঠিক করার নিয়তে কেউ ভুল করলে তাতে কারো পাপ হয় না। বরং সেই নিয়তের বর্কতে একটি সওয়াব লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ).

অর্থাৎ, বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব। *(বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

বলা বাহুল্য, সাহাবাগণ ভুল বুঝাবুঝির ফলে যে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে আপোসে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তা তাঁদের জন্য ক্ষমার্হ হবে। তাহলে পরবর্তীতে আমরা এসে তাঁদের বিচার ও সমালোচনা করতে যাব কোন্ উদ্দেশ্যে?

তাছাড়া আরও একটি সতর্কতার কথা যে, সাহাবাদের ব্যাপারে আমরা যে সব সমালোচনামূলক কথাবার্তা শুনি, তার একটা অংশ মিথ্যা মনগড়া। শুদ্ধভাবে তা প্রমাণিত না হলেও অনেকে তা নিয়ে হৈচৈ করে। সুতরাং তাঁদের সমালোচনামূলক কথা শুনলে জ্ঞানী মুসলিমের উচিত, তা সঠিক কি না, তা বিচার ক'রে দেখা। অতঃপর সঠিক না হলে সে ব্যাপারে মোটেই মুখ না খোলা। আর সঠিক প্রমাণিত হলে তা নিয়ে সমালোচনামূলক কথার অলংকার না বাড়িয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা ও খন্ডন করার জন্য কেবল আলোচনা করা।

প্রকৃত মু'মিনের কাজ হবে, নিজের ঈমান রক্ষা করতে তাঁদের সমালোচনা বর্জন করা এবং নিজের ঈমান বৃদ্ধি করতে তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমালোচকদের প্রতিবাদ করা।

সাহাবাদের ভালোবাসায় মধ্যপন্থা

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাকে ভালোবাসব, কিন্তু তাঁদের কারো প্রতি ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করব না। যেমন আমরা আবূ বাক্র, উমার ও উষমানের ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করব না, তেমনি আলী ও আহলে বায়তের ভালোবাসায় মাতামাতি করব না।

আমরা মধ্যপন্থী জাতি, স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীমের পথিক। আমাদের মাঝে সীমালংঘন থাকবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং অতিরঞ্জন ও অবহেলা থেকে দূরে থাক। তোমরা সকালে-বিকালে ও রাতের কিছু অংশে আল্লাহর ইবাদত কর। তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর; তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৯৮ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

আলী ﷺ বলেন, 'আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।' *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

অনেক লোক আলী ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাঁকে 'উপাস্য' ধারণা ক'রে বসেছিল। তিনি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

অনেকের মতে আলী ﷺ নবী ﷺ-এর মতো দেখতে ছিলেন। জিব্রাঈল ভুল ক'রে মুহাম্মাদের কাছে অহী নিয়ে গেছেন। নচেৎ আসল 'নবী' হওয়ার কথা ছিল আলীর!

এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে, প্রথম খলীফা হওয়ার হকদার ও যোগ্য ছিলেন আলী। সাহাবারা ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে বাদ দিয়ে আবূ বাক্র এবং তারপর উমার ও উষমানকে খলীফা বানায়! আর তার জন্যই প্রথম তিন খলীফা তাদের নিকট কাফের। লা হাওলা অলা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

প্রত্যেক জিনিসেরই সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করা মুসলিমের কাজ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারীকেই পছন্দ করেন না।

সাহাবাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

আম্বিয়াগণ ঈমানে আমাদের নিকট সমান হলেও মর্যাদায় সকলে এক সমান নন। অনুরূপ সাহাবাগণও ভালোবাসায় আমাদের নিকট সমান হলেও মর্যাদায় সকলে সমান নন। সকলে জান্নাতী হলেও জান্নাতের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কুরবানী স্থান-কাল অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্য রাখে।

উলামাগণ উল্লেখ ক'রে থাকেন যে, মর্যাদা হিসাবে সাহাবাগণের ১২টি স্তর রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ ঃ-

১। যাঁরা মক্কায় সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন, আবূ বাক্র, উমার, উষমান ও আলী ﷺ।

২। যাঁরা দারুন নাদওয়াতে জমায়েত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন।

৩। যাঁরা হাবশায় হিজরত করেন।

৪। যাঁরা প্রথম আক্বাবায় বায়আত করেন।

৫। যাঁরা দ্বিতীয় আক্বাবায় বায়আত করেন।

৬। যাঁরা হিজরত ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুবায় মিলিত হন।

৭। যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৮। যাঁরা বদর যুদ্ধ ও হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির অন্তর্বর্তীকালে হিজরত করেছেন।

৯। যাঁরা হুদাইবিয়্যাহতে 'বাইআতুর রিযওয়ান'-এ অংশগ্রহণ করেছেন।

১০। যাঁরা হুদাইবিয়্যাহ ও মক্কা-বিজয়ের অন্তর্বর্তীকালে হিজরত করেছেন। এই স্তরের সাহাবা-সংখ্যা অনেক। এঁদের মধ্যে ছিলেন খালেদ বিন অলীদ, আম্র বিন আস, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবাগণ।

১১। যাঁরা মক্কা-বিজয়ের দিন ইসলামে দীক্ষিত হন।

১২। যাঁরা শিশু অবস্থায় মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায়ী হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর দর্শনলাভ করেছেন।

তাঁদের মর্যাদার তারতম্যের কথা ঘোষণা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(হাদীদঃ ১০)*

বলা বাহুল্য, মক্কা বিজয় অথবা হুদাইবিয়্যার সন্ধির পূর্বের সাহাবাগণের আমল ও মর্যাদা অনেক বেশী। যাঁরা হুদাইবিয়্যার গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে 'বায়আতুর রিযওয়ান' করেছেন তাঁরা পরবর্তীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

অতঃপর তাঁদের থেকেও শ্রেষ্ঠ সাহাবা তাঁরা, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

তাঁদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ সাহাবা তাঁরা, যাঁদেরকে জীবিতাবস্থায় মহানবী ﷺ বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর তাঁরা হলেন, আবূ বাক্র, উমার, উমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন অক্কাস, সাঈদ বিন যাইদ ও আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহ। *(আহমাদ ১৬৭৫, তিরমিযী ৩৭৪৭, নাসাঈ ৮১৯৪নং)*

উক্ত দশজন সাহাবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলীফা। কিন্তু চার খলীফার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

মহানবী ﷺ যখন ইহকাল থেকে ইন্তিকাল করলেন, তখন তাঁর সবচেয়ে আপন ছিলেন কন্যা ফাতিমা এবং তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন। তাঁদের পিতা আলী رضي الله عنه, রসূল ﷺ-এর জামাতা।

দ্বিতীয় জামাতা ছিলেন উষমান رضي الله عنه। তাঁর কাছে ছিল রসূল ﷺ-এর দুই কন্যা। তবে তাঁর ইন্তিকালের সময় কোন কন্যাই জীবিতা ছিলেন না।

যাঁর বুকে মাথা রেখে তাঁর ইন্তিকাল হয়, সেই প্রিয়তমা স্ত্রীর পিতা ছিলেন আবূ বাক্র। শ্বশুর মহাশয়।

অন্য এক স্ত্রীর পিতা ছিলেন উমার। শ্বশুর মহাশয়।

মর্যাদার বিচারে না গেলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়তে বাধ্য। আত্মীয়তার নিক্তিতে বিচার করতে গিয়ে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর হয়েছেও তাই। তাই অনেকে বিবেকানুসারে এবং কিছু সত্য-মিথ্যা বর্ণনানুসারে প্রথম খলীফারূপে আলী ﷺ-কে নির্বাচন ক'রে থাকে।

যথাসময়ে নির্বাচনে খলীফা হিসাবে পাশ করেন শ্বশুর। কিন্তু তাঁদের ইন্তিকালের পরবর্তীকালের নির্বাচনে অনেকে পাশ করাতে চায় সেই জামাতাকে, যাঁর নিকট রসূলের ইন্তিকালের সময় বর্তমানে কন্যা জীবিতা রয়েছে।

তারা বলতে চায়, সাহাবাগণ আবূ বাক্রকে খলীফা নির্বাচন ক'রে ভুল করেছেন। তাঁদের বিচার ভুল। আমাদের বিচার ঠিক! আলীকেই নির্বাচন করা জরুরী ছিল।

কিন্তু ইতিহাস বলে, হাদীস বলে, মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তের নামাযগুলিতে তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীককেই 'ইমাম' বানিয়ে গেছেন। সুতরাং সাহাবাগণের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না।

তাছাড়া আলী رضي الله عنه কর্তৃকই বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالأَخِرِينَ، إلَا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ).

অর্থাৎ, নবী-রসূলদের পর আবূ বাক্র ও উমার পূর্বাপর বৃদ্ধ জান্নাতীদের সর্দার। *(তিরমিযী ৩৬৬৫-৩৬৬৬, ইবনে মাজাহ ৯৫, ১০০, ত্বাবারানী প্রমুখ)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه বলেন,

كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ.

অর্থাৎ, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম। সুতরাং আবূ বাক্রকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করতাম। অতঃপর উমার বিন খাত্ত্বাবকে, অতঃপর উষমান বিন আফ্ফানকে। *(বুখারী ৩৬৫৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি আপত্তি করতেন না। *(আবূ য়্যালা ৫৬০৪নং, যিলালুল জান্নাহ, আলবানী ১১৯৩নং)*

মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আবূ বাক্‌র।'

আমি বললাম, 'তারপর কে?'

তিনি বললেন, 'উমার।'

অতঃপর আমার আশঙ্কা হল যে, এরপর তিনি 'উষমান' বলবেন। তাই আমি নিজে থেকেই বললাম, 'তারপর আপনি।'

কিন্তু তিনি বললেন,

(مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ).

অর্থাৎ, আমি তো মুসলিমদেরই একজন। *(বুখারী ৩৬৭১নং)*

খোদ আলী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِيْ).

অর্থাৎ, আমার কাছে যেন না পৌঁছে যে, কেউ আমাকে আবূ বাক্‌র ও উমারের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে। নচেৎ আমি তাকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেবো। *(সুন্নাহ আবী আসেম ১২১৯নং, ফাযায়িলুস স্বাহাবাহ, আহমাদ ১/৮৩)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, উমারকে তাঁর খাটে রাখা হল। লোকেরা তাঁকে কাফন পরাল, তাঁর জন্য দুআ করতে লাগল, তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর জানাযা হল। অতঃপর তাঁকে উঠানো হল। আমি তাদের মধ্যেই ছিলাম। ইতিমধ্যে পিছন থেকে আমার বাহুমূলে ধরে আমাকে এক ব্যক্তি চমকে দিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আলী। তিনি উমারের জন্য রহমতের দুআ করলেন এবং (তাঁকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, 'আপনি এমন কাউকে ছেড়ে যাননি, যে আমার নিকট আপনার চাইতে বেশী প্রিয় হবে, যার মতো আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব। আল্লাহর কসম! আমি ধারণাই করতাম যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই সঙ্গীর সঙ্গে রাখবেন। যেহেতু আমি অনেকবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

« جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ».

অর্থাৎ, আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার এলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার বের হলাম।

এই জন্য আমার আশা ও ধারণা এই যে, আল্লাহ আপনাকে উভয়ের পাশেই রাখবেন।' *(বুখারী ৩৬৮৫, মুসলিম ৬৩৩৮নং)*

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কবর হয়েছে, তাঁর দুই সাথীর পাশেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রথম খলীফা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ।

কুরআন কারীমে সাহাবার প্রশংসাবাদ

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সাহাবাবর্গের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে সম্প্রদায়কে স্বীয় নবীর সহচররূপে নির্বাচিত করেছেন, সেই সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

১। তিনি বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣]

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। *(বাক্বারাহঃ ১৪৩)*

وَسَطٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মধ্যম। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেও ব্যবহার হয়। আর এখানে এই (সর্বোত্তম) অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যেমন তোমাদেরকে সর্বোত্তম ক্বিবলা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মতও করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য দেবে।

এই উম্মত সাক্ষ্য দেবে। আর এই জন্য وَسَط এর অনুবাদ ন্যায়পন্থীও করা হয়। *(ইবনে কাসীর)*

এ শব্দের আর একটি অর্থ, মধ্যপন্থীও করা হয়। অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদী হল মধ্যপন্থী অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে তারা পবিত্র। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা। এতে অতিরঞ্জন (কোন কিছুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি) এবং অবজ্ঞা (কোন জিনিসকে তার উপযুক্ত মর্যাদা থেকে একেবারে নীচে নামানোরও কোন অবকাশ) নেই।

উক্ত আয়াতে সম্বোধন যদিও সারা উম্মতকে করা হয়েছে, তবুও তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রাথমিক পর্যায়ের উম্মত সাহাবাগণই। প্রাথমিকভাবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়পন্থী ও মধ্যপন্থী জাতি।

২। তিনি বলেছেন,

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: ١١٠]

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। *(আলে ইমরানঃ ১১০)*

উক্ত আয়াতেও প্রাথমিকভাবে সাহাবাগণই উদ্দিষ্ট, তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত।

৩। তিনি বলেছেন,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (١١٥) النساء

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(নিসাঃ ১১৫)*

মহান আল্লাহ 'মু'মিনীন' তথা সাহাবাবর্গের পথকেই তাঁর পথ তথা বেহেশ্তের পথ বলে নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁদের পথ ছাড়া অন্য পথকে দোযখের পথ বলে সতর্ক করেছেন।

৪। তিনি বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١٠٠]

অর্থাৎ, যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা। *(তাওবাহঃ ১০০)*

উক্ত আয়াতে প্রথম সারির সাহাবাবর্গের জন্য মহান আল্লাহ নিজ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের জন্য পরকালে সুখময় বাসস্থান প্রস্তুত রেখেছেন। আর তা হল মহা সাফল্য।

৫। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (٧٤)

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুমিনদেরকে) আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন (বিশ্বাসী)। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। *(আনফালঃ ৭৪)*

উক্ত আয়াতে সাহাবাগণকে প্রকৃত ও খাঁটি ঈমানদার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৬। তিনি বলেছেন,

{لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে

ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। *(তাওবাহঃ ১১৭)*

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি সাহাবাবর্গের প্রতি বড় স্নেহশীল ও পরম করুণাময়।

৭। তিনি বলেছেন,

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (٢٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি। *(আহযাবঃ ২৩)*

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মু'মিন' সনদপ্রাপ্ত হলেন সাহাবাগণ। তিনি তাঁদের আচরণের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন।

৮। তিনি বলেছেন,

{قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: ٥٩]

অর্থাৎ, বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি!---' *(নামলঃ ৫৯)*

উক্ত আয়াতে 'মনোনীত বান্দা' হলেন সাহাবাগণ। যাঁদেরকে মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনয়ন করেছেন এবং তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবীর সহযোগী ও মন্ত্রী নির্বাচন করেছেন। তাঁদের প্রতি শান্তি, তাঁদের জন্য নিরাপত্তা। তাঁদের জন্য শান্তিনিকেতন পরকালে।

৯। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} (٣٥) سورة فاطر

অর্থাৎ, অতঃপর আমি আমার দাসদের মধ্যে তাদেরকে গ্রন্থের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটিই মহাঅনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন প্রকার ক্লান্তি।' (ফাত্বির ঃ ৩২-৩৫)

১০। তিনি বলেছেন,

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الفتح: ٢٩]

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা নির্গত করে কিশলয়, অতঃপর তাকে শক্ত করে এবং তা পুষ্ট হয় ও দৃঢ়ভাবে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা) কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। (ফাত্হ ঃ ২৯)

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ শুধু কুরআনেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথীদের প্রশংসা করেছেন, তা নয়। বরং তিনি মূসা ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ

কিতাব তাওরাতে এবং ঈসা ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জীলেও তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

এই আয়াতে সাহাবায়ে কিরাম ﷺগণের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। শুরুর দিকে তো তাঁরা স্বল্প ছিলেন। অতঃপর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তাঁরা শক্তিশালী হন। যেমন, ফসল প্রথমে তো দুর্বল হয়, তারপর দিনের দিন সবল হতে থাকে এবং এইভাবে একদিন শক্ত কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়।

আর তা দেখে কাফেররা অন্তর্জ্বালার শিকার হয়। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম ﷺদের দিনের দিন প্রভাব-প্রতিপত্তি, বল ও শক্তি বর্ধমান হওয়া কাফেরদের জন্য অন্তর্জ্বালার কারণ ছিল। কেননা, এতে ইসলামের পরিধি সম্প্রসারিত এবং কুফ্রীর পরিসীমা সংকীর্ণ হচ্ছিল।

এই আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন ইমাম সাহাবা ﷺদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে কাফের গণ্য করেছেন।

এই পূর্ণ আয়াতের প্রত্যেকটি অংশ সাহাবায়ে কিরামদের মাহাত্ম্য, ফযীলত, আখেরাতের ক্ষমা এবং তাঁদের মহান প্রতিদান লাভের কথাকে সুস্পষ্ট করে। এরপরও সাহাবাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী মুসলিম হওয়ার দাবী করলে তাকে তার মুসলিম হওয়ার দাবীতে কীভাবে 'সত্যবাদী' বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে? *(আহসানুল বায়ান)*

সুন্নাহ নববিয়্যাহতে সাহাবার প্রশংসাবাদ

মহানবী ﷺ খোদ নিজ সাহাবাবর্গের প্রশংসা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সাহাবাগণ উম্মতের নিরাপত্তা। অর্থাৎ, তাঁরা যতদিন থাকবেন, ততদিন উম্মত নিরাপদে থাকবে। অতঃপর উম্মত নানা ফিতনায় জর্জরিত হবে। যদিও সে ফিতনা আরম্ভ হয় তৃতীয় খলীফা উষমান ﷺ-এর যামানাতেই।

একদা তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন,

« النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ ».

"নক্ষত্রমন্ডলী আকাশের জন্য নিরাপত্তা। নক্ষত্রমন্ডলী ধ্বংস হলে আকাশে তার প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। আর আমি আমার সাহাবার জন্য নিরাপত্তা। আমি চলে গেলে আমার সাহাবার কাছে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। অনুরূপ আমার সাহাবাবর্গ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা। সুতরাং আমার সাহাবাবর্গ বিদায় নিলে আমার উম্মতের মাঝে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে পড়বে।" *(আহমাদ ১৯৫৬৬, মুসলিম ৬৬২৯নং)*

সাহাবাগণের উপস্থিতি বিজয় লাভের অন্যতম কারণ। যেমন তাঁদের দর্শনও পরবর্তীকালের দর্শকদের বিজয় লাভের অন্যতম কারণ।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ».

অর্থাৎ, লোকেদের নিকট একটি যুগ আসছে, যখন একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দর্শন করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে। অতঃপর একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে তাকে দর্শন করেছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে। অতঃপর একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে তাকে দর্শন করেছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গীর সঙ্গ লাভ করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে।" *(বুখারী ৩৬৪৯, মুসলিম ৬৬৩০নং)*

নবী ﷺ-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন তাঁর সাহাবাগণ। সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে তিনি বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ লোক আমার শতাব্দীর লোক। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। *(বুখারী ২৬৫২, মুসলিম ৬৬৩৫নং)*

সাহাবার ত্যাগ ও তিতিক্ষা অতুলনীয়। তাঁরা দ্বীনের যে খিদমত করেছেন, সে খিদমতের কোন তুলনাই নেই। তাঁরা যে কুরবানী দিয়েছেন, সে কুরবানীর কোন নযীরই নেই। তাই তো মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ».

"আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যেহেতু যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ ব্যয় করে তবুও তা তাদের কারো মুদ্ (৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধমুদ্ পরিমাপেও পৌঁছবে না।" *(বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ৬৬৫১নং)*

আবূ আব্দুর রহমান জুহানী ؓ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় দুই জন আরোহী দেখা গেল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ওরা (ইয়ামানের) কিন্দী মাযহিজী।"

তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হল। দেখা গেল তারা মাযহিজ গোত্রের দুই লোক। অতঃপর তাদের একজন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বায়আত করতে গেল। সুতরাং যখন সে তাঁর হাত ধরল, তখন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী মনে করেন? যে আপনাকে দেখল, আপনার প্রতি ঈমান আনল, আপনার অনুসরণ করল এবং আপনার সত্যায়ন করল, তার জন্য কী?'

তিনি বললেন,

(طُوبَى لَهُ).

অর্থাৎ, সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য।

তারপর সে তাঁর হাত স্পর্শ ক'রে সরে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তাঁর হাতে বায়আত করতে গেল। সুতরাং যখন সে তাঁর হাত ধরল, তখন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী মনে করেন? যে আপনার প্রতি ঈমান আনল, আপনার অনুসরণ করল এবং আপনার সত্যায়ন করল, কিন্তু আপনাকে দেখতে পেল না, তার জন্য কী?'

উত্তরে তিনি বললেন,

(طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ).

অর্থাৎ, সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য। অতঃপর সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য। অতঃপর সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য।

তারপর সে তাঁর হাত স্পর্শ ক'রে সরে গেল। *(আহমাদ ১৭৩৮৮, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৪২, সিঃ সহীহাহ ১২৪১নং)*

সাহাবার পথ দ্বীনের পথ। যে বিষয়ে নবী ﷺ-এর তরীকা স্পষ্ট নয়, সে বিষয়ে সাহাবার তরীকাই হল শরীয়ত। আর যারা সে পথ ও তরীকায় কায়েম থাকবে, তারাই হবে দুনিয়ায় সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আখেরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ ».

"শোনো! তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিল তারা ৭২ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফির্কায়; এদের মধ্যে ৭২টি ফির্কাহ হবে জাহান্নামী আর একটি মাত্র জান্নাতী। আর ঐ ফির্কাটি হল (আহলে) জামাআত। *(আহমাদ ১২৪৭৯, আবূ দাউদ ৪৫৯৯, ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩নং)*

কিছু বর্ণনায় আছে, "ঐ দলটি হল সেই লোকদের, যারা আমার এবং আমার সাহাবাবর্গের মতাদর্শে কায়েম থাকবে।" *(হাকেম ৪৪৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৮৪০নং)*

এই জন্যই সকল ফির্কা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য বলতে হয় 'সালাফী'। কেবল 'মুসলিম' বললে প্রকৃত মুসলিম কি না, তা বুঝা যায় না। যেহেতু মুসলিম নামধারী মুনাফিক আছে, মুশরিক আছে, শীয়ী আছে, খারেজী আছে, বিদআতী আছে, আরো কত্তো ফির্কার লোক আছে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

সাহাবার ব্যাপারে সলফদের বাণী

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ সলফদের দৃষ্টিতে সম্মানার্হ ছিলেন। মূলতঃ মণিমুক্তার কদর মণিকার জানে এবং স্বর্ণ চেনে স্বর্ণকার। তাই তাঁদের অনেকেই সাহাবার ব্যাপারে মূল্যবান মন্তব্য করে গেছেন।

উম্মতের পন্ডিত ও কুরআনের ব্যাখ্যাতা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেছেন,

'আল্লাহ জাল্লা সানাউহু অতাক্বাদ্দাসাত আসমাউহু বিশেষভাবে তাঁর নবী ﷺ-কে এমন সহচর দান করেছেন, যাঁরা নিজেদের জান-মালের উপরে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তাঁর সুরক্ষায় নিজেদের জীবন ক্ষয় করেছেন। যাঁদের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ নিজ কিতাবে বলেছেন,

{رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٢٩) سورة الفتح

অর্থাৎ, তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা নির্গত করে কিশলয়, অতঃপর তাকে শক্ত করে এবং তা পুষ্ট হয় ও দৃঢ়ভাবে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। (ফাত্হ ঃ ২৯)

তাঁরা দ্বীনের প্রতীকসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে মুসলিমদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন। পরিশেষে দ্বীনের পথসমূহ সুবিন্যস্ত হয়েছে এবং তার মাধ্যমসমূহ সুসংহত হয়েছে। আল্লাহর সম্পদসমূহ বিকাশ লাভ করেছে, তাঁর দ্বীন স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তার নিদর্শনাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(আল্লাহ) তাঁদের মাধ্যমে শির্ককে লাঞ্ছিত করেছেন, তার মস্তকসমূহকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, তার সহায়ক বস্তুসমূহকে বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর কালেমা সুউন্নত হয়েছে। আর কাফেরদের কালেমা হয়েছে অবনত।

সুতরাং আল্লাহর করুণা, রহমত ও বর্কত হোক সেই বিশুদ্ধ প্রাণ ও পবিত্র সমুন্নত আত্মাসমূহের উপর। যেহেতু তাঁরা নিজেদের জীবদ্দশায় আল্লাহর বন্ধু ছিলেন এবং মরণের পরেও তাঁরা জীবিত রয়েছেন। আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আখেরাতে পৌঁছনোর পূর্বেই তাঁরা সেখানে পাড়ি দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে অবস্থান করেও তাঁরা সেখান হতে প্রস্থান করেছেন।' *(মুরুজুয যাহাব ১/৩৭১)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের অন্তরকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজের জন্য (বন্ধু) নির্বাচন করলেন এবং তাঁর দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য সকল বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের সাহাবাদের অন্তরসমূহকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিজ নবীর মন্ত্রী বানালেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করবেন। সুতরাং মুসলিম (সাহাবা)গণ যেটাকে ভালো মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট ভালো। আর তাঁরা যেটা মন্দ মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।' *(আহমাদ ৩৬০০, শারহুস সুন্নাহ বাগাবী ১/২১৪-২১৫)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) النساء

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(নিসা ঃ ১১৫)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه আরো বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজ দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির এমন অন্ধ অনুকরণ না করে যে, সে ঈমানের কাজ করলে সেও করবে, নচেৎ সে কুফরী করলে সেও করবে। বরং যদি তোমাদের অন্ধ অনুকরণ করা জরুরীই হয়, তাহলে তোমরা পরলোকগত মানুষের (নবী ও সাহাবাদের) অনুকরণ কর। কারণ জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিতনার নিরাপত্তা নেই।' *(লালকাঈ ১/৯৩, ১৩০নং, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইষামী ১/ ১৮০)*

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাবৃন্দকে নিজের আদর্শ বানায়। কারণ তাঁরা অন্তরের দিক থেকে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তোমরা তাঁদের অধিকার স্বীকার কর। কারণ তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক।' *(রাযীন, মিশকাত ১৯৩নং, আল্লামা আলবানীর মতে এটি যয়ীফ, কিন্তু এর অর্থ সহীহ)*

অনুরূপ বলেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে নিজের আদর্শ বানায়। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবা। তাঁরা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে সবচেয়ে সৎশীল, ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র ও নিয়ম-নীতিতে সাদৃশ্য অবলম্বন কর। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচর। তাঁরা ছিলেন সরল সুপথের উপর। *(হিল্য়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫-৩০৬)*

আবু স্বাখ্‌র হুমাইদ বিন যিয়াদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাযীকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা সম্বন্ধে আমাকে বলুন, আসলে আমি (তাঁদের মাঝে) ফিতনার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে নবী ﷺ-এর সমস্ত সাহাবাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে সৎশীলদের জন্য এবং তাঁদের জন্যও যাঁদের দ্বারা কিছু ত্রুটি ঘটে গেছে।'

আমি বললাম, 'কিতাবের কোন্ জায়গায় আল্লাহ তাঁদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'তুমি কি পড় না,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة : ١٠٠]

অর্থাৎ, আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক ভালোর সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা। *(তাওবাহঃ ১০০)*

নবী ﷺ-এর সকল সাহাবার জন্য জান্নাত ও সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তাবেঈনদের ব্যাপারে একটি শর্তরোপ করেছেন, যা তাঁদের ব্যাপারে করেননি।'

আমি বললাম, 'তাবেঈনদের ব্যাপারে কী শর্ত আরোপ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'এই শর্ত যে, তাঁরা ভালোর সাথে তাঁদের অনুগমন করবেন। তাঁদের ভালো কাজে তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করবেন এবং এ ছাড়া অন্য কাজে তাঁদের অনুসরণ করবেন না।'

আবু স্বাখ্‌র বলেন, 'আমি যেন এ আয়াত ইতিপূর্বে পাঠ করিনি এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাযীর পড়ে শোনানোর আগে আমি তার ব্যাখ্যাও বুঝতে পারিনি।' *(ফাতহুল ক্বাদীর ২/৫৮১, আদ্-দুর্রুল মানষূর ৪/২৭২)*

আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, 'যে ব্যক্তি আবূ বাক্‌রকে ভালোবাসল, সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করল। যে উমারকে ভালোবাসল, সে পথ স্পষ্ট করল। যে ব্যক্তি উষমানকে ভালোবাসল, সে আল্লাহর আলোকে আলোকিত হল। যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসল, সে মজবুত হাতল ধারণ করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবার ব্যাপারে ভালো কথা বলল, সে মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে গেল।' *(আল-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ ৮/ ১৩)*

ইমাম মালেক বিন আনাস বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কোন সাহাবীকে ঘৃণা করবে এবং তাঁর প্রতি হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে

ব্যক্তির জন্য মুসলিমদের 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)এ কোন অধিকার নেই।'

অতঃপর তিনি এই আয়াতগুলি পাঠ করলেন,

{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (١٠)سورة الحشر

অর্থাৎ, আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে (বিনা যুদ্ধে) যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, (তাঁর) আত্মীয়গণের এবং ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান শুধু তাদের মধ্যেই ধন-মাল আবর্তন না করে। আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। (এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজির (ধর্মের জন্য স্বদেশত্যাগী)দের জন্য, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে

এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' *(হাশ্‌রঃ ৭-১০, শারহুস সুন্নাহ, বাগাবী ১/২২৯)*

আবূ জা'ফর ত্বাহাবী তাঁর আকীদায় বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাকে ভালোবাসি। তাঁদের ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করি না এবং কারো সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করি না। আমরা তাকে ঘৃণা করি, যে তাঁদেরকে ঘৃণা করে এবং ভালো ছাড়া অন্যের সাথে তাঁদের কথা আলোচনা করে। আমরা ভালোর সাথেই তাঁদের কথা উল্লেখ করি। তাঁদেরকে ভালোবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে ঘৃণা করা কুফরী, মুনাফিকী ও সীমালংঘন।' *(শারহুল আক্বীদাহ আত্‌-ত্বাহাবিয়্যাহ ৫২৮পৃঃ)*

নবী ﷺ-এর প্রতি সাহাবার ভালোবাসা ও আনুগত্যের কতিপয় নমুনা

মহান আল্লাহর হুকুম ছিল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣٣) سورة محمد

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

{لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}

অর্থাৎ, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(ফাতহ ঃ ৯)*

তাই সেই মু'মিনরা তাঁর জন্য হয়ে গেলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁরা তাঁর অনুকরণ ও আনুগত্য করতেন, তাঁকে প্রাণাধিক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর আনুগত্যে 'কেন' প্রশ্ন করতেন না। তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করতে কোন কারণ খোঁজার চেষ্টা করতেন না। সে পালনে কোন দ্বিধা থাকত না, কোন কুণ্ঠা থাকত না। তাঁর অনুকরণের সবটাই মঙ্গলময়---এ কথাই বিশ্বাস

করতেন তাঁরা।

একদা তিনি সোনার মোহর-অঙ্গুরীয় (আংটি) তৈরী করলেন। তা দেখে তাঁরাও তৈরী করে ব্যবহার করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন, "আমি আর কোনদিন তা ব্যবহার করব না।" তা দেখে তাঁরাও নিজ নিজ আংটি ফেলে দিলেন। *(বুখারী ৭২৯৮-নং)*

একদা নামায পড়তে পড়তে জিবরীল ﷺ মারফৎ মহানবী ﷺ তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ পেলে তিনি তা খুলে ফেলে বাম দিকে রাখলেন। তা দেখে সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদেরকে তোমাদের জুতা খুলে ফেলতে কে উদ্বুদ্ধ করল?" তাঁরা বললেন, 'আমরা দেখলাম, আপনি আপনার জুতা খুলে ফেলেছেন, তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেললাম।' তিনি বললেন, "জিবরীল আমাকে খবর দিলেন যে, তাতে নাপাকী লেগে আছে" (তাই আমি খুলে ফেলেছিলাম। তোমাদের জুতায় নাপাকী না থাকলে তা খুলে ফেলা জরুরী ছিল না।) *(আবূ দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৭৬৬নং)*

ভক্তি ও অনুকরণের এত আগ্রহ তাঁদের হৃদয়ে ছিল যে, যে বিষয়ে তা বিধেয় নয়, সে বিষয়েও তাঁরা তাঁর অনুকরণ করতেন।

সুন্নাহর হিকমত ও যৌক্তিকতা বুঝে না এলেও সাহাবাগণ তা পালন করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেবল ভক্তির সাথে তাঁর অনুকরণ করে যেতেন তাঁরা। একদা উমার ﷺ হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি। অথচ আমি জানি যে, তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। তবে যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(বুখারী, মুসলিম ১২৭০নং)*

মহানবী ﷺ-এর আদেশ পালন করার জন্য সাহাবাগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ভক্তি ও সমীহতে পরিপূর্ণ তাঁর যে কোন নির্দেশ মানতে তৎপর হয়ে উঠতেন। একদা আল্লাহর নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ মসজিদে এলেন। তিনি সকলকে বসতে আদেশ করলে তা শুনেই ইবনে মাসউদ ﷺ দরজার উপরেই বসে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "(ভিতরে) এস হে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ!" *(আবূ দাউদ ১০৯১নং, হাকেম ১/৪২৩, বাইহাক্বী ৩/২১৮)*

মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি আসরের নামায পড়ে কতিপয় আনসারদের নিকট দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বাইতুল মাক্বদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখে কসম খেয়ে বললেন যে, 'তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ে আসছেন, আর (কিবলা পরিবর্তন করে) নবী ﷺ-এর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তাঁরা এই সংবাদ শুনেই আসরের নামাযের রুকুর অবস্থাতেই কা'বার দিকে ঘুরে পড়লেন। *(বুখারী ৪০নং)*

তাঁর কথাকে সাহাবাগণ এমন বিশ্বাস করতেন যে, না দেখেই তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিতেন। একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বলে, তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর। এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন সাবেত সাহাবী তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিয়ে বললেন, এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষি দিলে কীভাবে? তিনি বললেন, আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষি দেবে, সাক্ষির জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষি-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ দাউদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৬১নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)*

এমনকি পার্থিব ব্যাপারেও তাঁরা পরম ভক্তির সাথে তাঁর কথার অনুসরণ করতেন। একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না

করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, “আমি ওটা ধারণা ক’রে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।” *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)*

যে সাধারণ খাবার মহানবী ﷺ খেতে ভালোবেসেছেন, সেই খাবার তাঁর মহব্বতে খেয়ে তাঁর সুন্নত পালন করেছেন সাহাবাগণ। কী অপূর্ব অনুকরণ ও অনুসরণের নযীর রেখে গেছেন তাঁরা!

একদা এক খাবারের মজলিসে আনাস ﷺ মহানবী ﷺ-কে লাউ রাঁধা খেতে পছন্দ করতে দেখলেন। আর তখন থেকেই তিনি নিজে লাউ খেতে ভালবাসতে লাগলেন। *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/ ১৬৩)*

এমন কি সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামাযের জায়গা খুঁজে সেই জায়গায় নামায পড়তেন। তিনি যে গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছেন, সেই গাছের নিচে তিনিও বিশ্রাম নিতেন এবং সেই গাছ যাতে মারা না যায় তার জন্য তার গোড়ায় পানি দিতেন। *(উসুদুল গাবাহ ৩/৩৪১, সিয়ারু আ’লামুন নুবালা ৩/২১৩)*

তাঁর আচরণে নবীর অনুসরণ দেখলে মনে হতো তিনি একজন পাগল লোক। *(সিয়ারু আ’লামুন নুবালা ৩/২১৩)*

সাহাবীগণ যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে কিছু বর্জন করার আদেশ শুনতেন, তখন লোভনীয় হলেও তা বিনা দ্বিধায় সত্বর বর্জন করতেন।

আনাস ﷺ বলেন, খায়বারের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, গাধাগুলিকে খেয়ে নেওয়া হচ্ছে! রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। দ্বিতীয় বার পুনরায় এসে বলল, ‘গাধাগুলি খেয়ে নেওয়া হচ্ছে।’ তিনি ﷺ চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার এসে বলল, ‘গাধাগুলি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।’ অতঃপর নবী ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে এই কথা ঘোষণা করার আদেশ করলেন, “আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করছেন।”

এই ঘোষণা শোনামাত্র ফুটন্ত হাঁড়ির গোশ্ত মাটিতে ঢেলে দেওয়া হল। *(বুখারী ৪১৯৯নং)*

মদ যখন হারাম করা হল, তখন সাহাবাগণ মদের বড় বড় পাত্র ভেঙ্গে দিলেন এবং কোন কোন পাত্র থেকে মদ ঢেলে ফেলে দিলেন। আর তার

ফলে মদীনার গলিতে মদ প্রবাহিত হল। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৮০নং)*

অতঃপর সেই অভ্যাসগত নেশার জিনিস আর কেউ ভক্ষণ করলেন না।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, “তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?”

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, ‘তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)’ কিন্তু লোকটি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।” *(মুসলিম ২০৯০নং)*

আংটিটা কুড়িয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য কাজে লাগানোতে অথবা আত্মীয় মহিলাকে দেওয়াতে কোন গোনাহ ছিল না। তবুও সাহাবী ﷺ রসূল ﷺ-এর তা’যীমে তা গ্রহণ করলেন না।

একদা আবূ জুহাইফা ﷺ মহানবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর তুললে তিনি তাঁকে বললেন, “আমাদের সামনে তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। পার্থিব জীবনে যে বেশী পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতের দিনে সে বেশী ক্ষুধার্ত হবে।” এ হাদীস শোনার পর তিনি মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন পেট পুরে খানা খাননি। তিনি রাতের খাবার খেলে, দুপুরের খাবার খেতেন না এবং দুপুরের খাবার খেলে আর রাতের খাবার খেতেন না। *(আল-ইস্তিআব ৪/ ১৬২০, উসুদুল গাবাহ ৪/৪০০)*

একদা মহানবী ﷺ বললেন, “তোমরা ‘সওমে বিসাল’ (ইফতারী না ক’রে একটানা রোযা রাখা) থেকে দূরে থাক।” এ কথা তিনি ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাহাবাগণ বললেন, ‘কিন্তু হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বিসাল করে থাকেন?’ তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে তোমরা আমার মতো নও। কারণ, আমি রাত্রি যাপন করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সেই আমল করতে উদ্বুদ্ধ হও, যা করতে তোমরা সক্ষম।” *(বুখারী ১৯৬৬, মুসলিম ১১০৩নং, প্রমুখ)*

শুধু পুরুষরাই নয়; বরং মহিলারাও মহানবী ﷺ-এর অনুসরণের আজব আজব দৃষ্টান্ত ও নমুনা রেখে গেছেন। তাঁরাও প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর

রসূল ﷺ-এর আদেশ পালনে এতটুকু দেরী, মনের ভিতরে কোন দ্বিধা-সংকোচ, কেন-কিন্তু বা কোন প্রকারের গয়ংগচ্ছ চলবে না।

এক সময় পুরুষ ও মহিলাদেরকে এক সঙ্গে পাশাপাশি রাস্তায় চলতে দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা পিছিয়ে যাও। পথের মধ্যভাগে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলাচল কর।" মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ঘেষে চলতে আরম্ভ করল। এমন কি তারা এমনভাবে দেওয়াল ঘেষে চলতে লাগল যে, তার ফলে তাদের দেহের পরিহিত কাপড় দেওয়ালে আটকে যেতে লাগল! *(আবু দাউদ ৫২৭২নং)*

একদা জনৈক মহিলা তার কন্যাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। তার মেয়ের হাতে দুই খানা সোনার মোটা বালা ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এর যাকাত প্রদান কর কি?" সে বলল, 'না।' তিনি ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি কি পছন্দ কর যে, এই দুই খানা বালার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের তৈরি দুই খানা বালা পরিধান করাবেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বালা দুটি খুলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'এই বালা দুই খানা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য।' *(আবু দাউদ ১৫৬৩, নাসাঈ)*

ভালোবাসার নবীকে তাঁরা সর্বদা চোখে-চোখে রাখতেন। ক্ষণিকের তরে কোথাও অদৃশ্য হলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হতেন, তাঁর বিপদাশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন, তাঁর খোঁজ শুরু করতেন।

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি ক'রে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন

(প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, "আবূ হুরাইরা?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ রসূল!' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তোমার?" আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।' তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" *(মুসলিম ১৫৬নং)*

সাহাবাগণ তাঁদের প্রিয়তম নবীকে যৎপরনাস্তি সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন, নযীরবিহীন তা'যীম ও ভক্তি করতেন।

হুদাইবিয়্যার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি দল ও মুসলিমদের মাঝে কথাবার্তা ও টানাপোড়েন চলছিল। সেই অবস্থায় উরওয়াহ বিন মাসউদ সাক্বাফী মুসলিমদের আচরণ সচক্ষে দর্শন করছিলেন। মুসলিমরা তাঁদের নবীর সাথে কী ব্যবহার করছে, তা তিনি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কফ ফেলতেই তা ওদের কারো হাতে পড়ছিল এবং সে তা নিয়ে নিজের চেহারা ও চামড়ায় মেখে নিচ্ছিল। তিনি কোন আদেশ করলে তারা তাঁর আদেশ পালনে তৎপর ছিল। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্য মারামারি করছিল। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের আওয়াজ তাঁর কাছে নিচু ক'রে নিচ্ছিল। অতি সমীহতে তাঁর প্রতি তারা এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল না।'

উরওয়াহ নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে বললেন,

(أَيْ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ

وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا....).

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গেছি, ক্বাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশ্যরা করে মুহাম্মাদের! *(বুখারী ২৭৩২নং)*

তাঁদের কেউই চাইতেন না যে, তাঁর কোন প্রকার কষ্ট হোক। পারলে তাঁর কষ্ট মাথা পেতে বরণ ক'রে নিতেন। তাঁকে নিরাপদ রাখার জন্য নিজেরা বিপদ মাথায় তুলে নিতেন।

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, নবী ﷺ (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন। যেতে যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্আহ নামক স্থানে পৌছলে হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাঁদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। আসেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে একটি (উঁচু) জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, 'নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না।' আস্বেম বিন সাবেত বললেন, 'আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌছিয়ে দাও।' অতঃপর তারা মুসলিম গোয়েন্দাদলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। তারা আস্বেমকে শহীদ ক'রে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলেন। তাঁরা হলেন, খুবাইব, যায়দ বিন দাসিনাহ ও অন্য একজন (আব্দুল্লাহ বিন ত্বারিক)। অতঃপর তারা তাঁদেরকে কাবু ক'রে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথে তৃতীয় সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, 'এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐ শহীদগণই আমার আদর্শ।' কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য

বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ ক'রে দিল এবং খুবাইব ও যায়দ বিন দাসিনাকে বদর যুদ্ধের পরে মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিল। বনী হারেস বিন আমের বিন নাওফাল বিন আব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে ক্রয় ক'রে নিল। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটালেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা (খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে গেল। অতঃপর সে খুবাইবকে দেখল যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, 'একে হত্যা করে ফেলব ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না।'

(পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর কখনও দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন তারা হারাম সীমানার বাইরে নিয়ে গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমাকে দু' রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও।' সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি তাদেরকে) বললেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও দীর্ঘায়িত করতাম।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর এবং তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না।'

তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি
তাই আমার কোন পরোয়া নেই।
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে
কোন্ পার্শ্বে আমি লুটিয়ে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
আর তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন
প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।'

খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য (হত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত ক'রে যান, যাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। *(বুখারী ৩৯৮৯নং)*

উক্ত হত্যাকান্ডের পূর্বে কাফেরদের একজন খুবাইব অথবা যায়দকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدا عندنا مكانك نضرب عنقه؟

অর্থাৎ, তুমি কি পছন্দ কর যে, তুমি এখন তোমার পরিবারের মধ্যে থাকবে এবং তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ আমাদের নিকটে আসবে, আমরা তাকে হত্যা করব?

তিনি বললেন,

لا والله ما أحب أن محمدا يشاك في مكانه بشوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي.

অর্থাৎ, না, আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, মুহাম্মাদ স্বস্থানে একটি কাঁটাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পান। আর আমি আমার পরিজনের মাঝে বসে থাকি।

উক্ত হত্যাকান্ডের দর্শকদের মধ্যে একজন ছিলেন আবূ সুফিয়ান। তিনি বলেন,

والله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد له.

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! আমি কখনই কোন জাতির মধ্যে তাদের নেতাকে এত বেশি ভালোবাসতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদকে তাঁর সহচররা বাসে! *(আত্-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ২/৫৬, হিল্য়াতুল আওলিয়া ১/২৪৬)*

বদর যুদ্ধের প্রাথমিক নিয়ত যুদ্ধ ছিল না। অতঃপর মক্কার কুরাইশদল যখন আসতে লাগল এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল, তখন অবস্থার এই

আকস্মিক ভয়াবহ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ পর্যায়ের এক সামরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। উক্ত সভায় তিনি বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। অবস্থায় এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের ফলে আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা অবগত হয়ে একটি দলের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এই দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন,

{كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ} (٦) الأنفال

অর্থাৎ, (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারটা ওরা পছন্দ করেনি) যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে ন্যায়ভাবে বের করেছিলেন, অথচ মু'মিনদের একদল সেটা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (মনে হচ্ছে) তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। *(আনফাল ঃ ৫-৬)*

কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে আবু বাক্র ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি চমৎকার কথা বললেন। অতঃপর উমার ﷺ উঠলেন এবং তিনিও অতি উত্তম কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইবনু আম্র ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, সে পথে আপনি চলতে থাকুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে রয়েছি আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ঐ কথা বলব না, যে কথা বনী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল,

{اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} (٢٤) المائدة

"তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।" *(মায়েদাহ ২৪ আয়াত)*

কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা বরং বলব 'আপনি ও আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব।' যিনি আপনাকে এক মহা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে (দূরবর্তী এলাকা) 'বার্কুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা পথরোধকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আপনার সঙ্গে সেখানেও গমন করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন। এই তিনজন নেতাই ছিলেন মুহাজির। সেনাবাহিনীতে আনসারদের তুলনায় মুহাজির সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক কম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরও মতামত জানার প্রয়োজন বোধ করলেন। কেননা, সেনাবাহিনীতে সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন অধিক এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের চাপও ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ওপরেই বেশী। অবশ্য আকাবার বাইআতের স্বীকৃতি মুতাবিক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল না। উক্ত প্রেক্ষিতে তিনি উপরি-উক্ত তিন মহান নেতার বক্তব্য শোনার পর পুনরায় বললেন, "উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।"

আনসারদের উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথাগুলি বললেন। আনসার অধিনায়ক ও পতাকাবাহক নেতা সা'দ ইবনু মুআয ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন পূর্বক আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মনে হয় আপনি আমাদের মতামতই জানতে চাচ্ছেন?'

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

তখন তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য এবং সে সব শোনা ও মান্য করার পর আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা ইচ্ছা করছেন, তা পূরণার্থে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যান। যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারি। জগতের দুর্গমতম স্থানকেও পদদলিত করতে পারি। ইনশাআল্লাহ! আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহে আপনি আমাদেরকে প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক বীর পুরুষের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের মাঝে এমন নৈপূণ্য প্রদর্শন করবেন, যা প্রত্যক্ষ করে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজেকর্মে বরকত দান করুন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সা'দ ইবনু মুআয ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরয করলেন, 'আপনি হয়তো আশংকা করছেন যে, আনসারগণ

তাদের শহরে থেকেই শুধু আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করছে? এ কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাদের পক্ষ থেকেই উত্তর দিচ্ছি যে, আপনার যেখানে ইচ্ছা হয় চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ঠিক রাখুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের ধন সম্পদ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা ছেড়ে দিন। তবে যেটুকু আপনি গ্রহণ করবেন, তা আমাদের নিকট যেটুকু ছেড়ে দেবেন তার চাইতে অধিক পছন্দনীয় হবে। আর এ ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালা করবেন আমাদের ফায়সালা তারই অনুসারী হবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি অগ্রসর হয়ে 'বার্কুল গিমাদ' পর্যন্ত চলে যান, তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। আর যদি আপনি আমাদের নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, তবে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সা'দের এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

(سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم).

"চলো এবং আনন্দিত চিত্তে চল। আল্লাহ আমার সঙ্গে দুটো দলের মধ্য হতে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এ সময় (কাফের) সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।" *(আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৭৩-৩৭৫পৃঃ)*

উহুদের ময়দানে সঙ্কটমুহূর্তে সাহাবাগণ নিজেদের প্রাণ দিয়ে নবী ﷺ-কে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছেন। তিরন্দাজ সাহাবী আবূ তালহা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থেকে তীরন্দাজি করেছেন। সেদিন তাঁর হাতে দু'টি ধনুক ভেঙ্গেছে। মহানবী ﷺ তাঁর হাতের কাছে তীর প্রস্তুত রাখতে আদেশ করেছেন। তিনি কখনো মাথা তুলে মুশরিকদের অবস্থান অথবা তীর কোথায় লাগছে তা দেখার চেষ্টা করলে আবূ তালহা তাঁকে বলেছেন, 'আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! মাথা তুলে দেখবেন না। শত্রুপক্ষের তীর আপনাকে আঘাত করবে। আপনার বুক আমার বুকের আড়ালে থাক। আমার দেহ আপনার জন্য ঢাল হোক!' *(বুখারী ৪০৬৪ প্রভৃতি)*

রসূলের দিকে আসা তীর বুক পেতে আটকে নিয়ে সাহাবী তাঁকে আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। কেমন এ ত্যাগ স্বীকার? কেমন এ কুরবানী? কেমন এ

জীবন দিয়ে ভালোবাসা?

মহানবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরক্ষায় সাহাবী কবি হাস্‌সান বিন সাবেত ﷺ বলেছিলেন,

فَإِنَّ أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى   لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

নিশ্চয় আমার পিতা, আমার দাদা ও আমার সম্ভ্রম, তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের সম্ভ্রমের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। *(মুসলিম ৬৫৫০নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

"তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৭-১৭৮নং)*

এই নির্দেশ পালনের প্রকৃষ্ট নমুনা রেখে গেছেন সাহাবাগণ। সুতরাং তাঁরা আমাদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও দুআ পাওয়ার অধিকার রাখেন না কি?

নবী-পরিবারের মর্যাদা

নবী-পরিবার বলতে তাঁর পত্নীগণ, তাঁর জামাতা ও কন্যা এবং তাঁদের সন্তানগণ। সেই সাথে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ।

মহানবী ﷺ-এর পত্নীগণ সকল মু'মিনের মা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦)

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ। *(আহযাব ঃ ৬)*

মহানবী ﷺ-এর পত্নীগণের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা ক'রে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকাল কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' *(আহযাব ঃ ২৮-২৯)*

নিশ্চয় নবী-পত্নীগণ অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মতো ন্যায়। তাঁদের ছিল পৃথক বৈশিষ্ট্য। তাঁদের পুরস্কার ও তিরস্কার অন্যান্য মহিলাদের মতো নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (٣٢)

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(আহযাব ঃ ৩২)*

তাঁরা সাধারণ মহিলাদের থেকে পৃথক এবং মর্যাদা বেশি বলেই মহান আল্লাহ এর আগে বলেছেন,

{يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} (٣١)

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। আর আল্লাহর জন্য তা সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি অনুগতা হবে ও সৎকাজ করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করব। আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত রেখেছি। *(আহযাব ঃ ৩০-৩১)*

বিদায়ী হজ্জে 'গাদীরে খুম' নামক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "যেন আমি আহূত হয়েছি এবং সাড়া দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক বড়; আল্লাহর

কিতাব ও আমার বংশধর, আহলে বায়ত। সুতরাং খেয়াল রেখো, কীভাবে তাদের ব্যাপারে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। হওযে না আসা পর্যন্ত উভয়ে পৃথক হবে না।" *(আহমাদ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৭৫০নং)*

মানবের বংশ-তালিকায় মহানবী ﷺ-এর বংশ ও তাঁর পরিবারের বিশাল মর্যাদা আছে। তাঁদের মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের জন্য সাদকাহ বা যাকাত খাওয়া অবৈধ করেছেন।

সেই মর্যাদা প্রদর্শন করা সকল মানুষের কর্তব্য। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ؓ বলেছেন, "তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর।" *(বুখারী)* অর্থাৎ, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে, আসলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।

তাঁদেরকে ভালোবেসে ও শ্রদ্ধা করে সে অধিকার আদায় করতে হয় মুসলিমকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,

يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حبكمُ ..... فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ في القُرآنِ أَنْزَلَهُ

يكفيكمُ منْ عظيمِ الفخرِ أنَّكمُ ..... مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلاةَ لَهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রসূলের পরিবার! আপনাদেরকে ভালোবাসা ফরয, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।

আপনাদের বিশাল গর্বের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে আপনাদের প্রতি দরূদ পড়ে না, তার নামায হয় না। *(দীওয়ানুশ শাফেয়ী ১/১৪)*

অর্থাৎ, বৈঠকে যে নামাযী তাশাহহুদের পর নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর ইচ্ছাকৃত দরূদ পড়ে না, তার নামায বাতিল হয়ে যায়।

প্রত্যেক নামাযে তাঁদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ এ কথারই দলীল যে, তাঁরা মানবকুলে বড় মর্যাদাবান ও শ্রদ্ধাভাজন।

আমরা নামাযে যে দরূদে ইব্রাহীমী পড়ি, তাতে আছে, 'আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ-----।' 'আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ----।' তাছাড়া ঐ দরূদের শব্দে স্পষ্টভাবে মহানবী ﷺ-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের কথা উল্লেখ হয়েছে।

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, পত্নীগণ ও তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, পত্নীগণ ও তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(আহমাদ ২৩১৭৩নং)*

আর এ সব এ কথারই প্রমাণ যে, নবী-পরিবারের মর্যাদা রয়েছে বিশাল। তাঁদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে মানুষের।

খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মর্যাদা

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলিম খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ।

মহানবী ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী খাদীজা। অতঃপর তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি।

মহানবী ﷺ-এর সেই সন্তানের মাতা, যাঁরা কিছুকাল বেঁচে ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরই বংশধর অবশিষ্ট থাকবেন।

সেই পতিপ্রাণা স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। জিবরীলকে দেখে হিরা গুহা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যখন মহানবী ﷺ তাঁর কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

(كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ).

অর্থাৎ, কক্ষনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

অতঃপর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহানবী ﷺ-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা বিন নাওফালের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাওরাত-ইঞ্জীল তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে হিরা গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অরাকা বললেন, 'ইনি তো সেই নামূস (ফিরিশ্তা জিবরীল), যিনি মূসার নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! যেদিন আপনাকে আপনার স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত ও যুবক থাকতাম।'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "তারা কি আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?" অরাকা বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার মতো যে কেহই এ সত্য আনয়ন করেছেন, তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করব।'

কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা মৃত্যুবরণ করেন। *(বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২নং)*

এইভাবে স্ত্রী স্বামীর ভীতির সময় সহযোগিতা করেছিলেন। ইসলামের প্রভাতকালে তাঁকে সাহস দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন। ঈমান ও বিশ্বাস দিয়ে তাঁর মনকে সবল ও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

সেই উচ্চ নূর পর্বতের হিরা গুহাতে মহানবী ﷺ একাকীত্ব অবলম্বন ক'রে মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন। সেখানে স্ত্রী খাদীজা তাঁর খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিতেন। আবূ হুরাইরা বলেন, একদা জিবরীল এসে বললেন,

(يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ).

'হে আল্লাহর রসূল! এই যে খাদীজা আপনার নিকট আসছে, তার সাথে আছে একটি পাত্র, তাতে আছে ব্যঞ্জন বা খাদ্য বা পানীয়। সুতরাং সে এলে আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করুন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(আহমাদ ৭১৫৬, বুখারী ৩৮২০, মুসলিম ৬৪২৬নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করেছেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ৩৮১৯, মুসলিম ৬৪২৭নং)*

দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ! এই জন্য স্বামীর কাছে তাঁর কদর ছিল অনেক। তিনি জীবিত থাকাকালে নবী ﷺ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পর বিবাহ করলে অন্য স্ত্রীদের কাছে তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আর তাতে তাঁরা তাঁর প্রতি ঈর্ষা করতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই।' তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, "সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।" *(বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ৬৪৩১নং)*

খাদীজার সখী বলেই তাঁদেরও কদর করতেন, যেমন তিনি তাঁর বোন বা অন্য আত্মীয়েরও কদর করতেন কেবল তাঁরই ভালোবাসার টানে।

এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি

আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ! হালা বিনতে খুআইলিদ?" *(বুখারী ৩৮২০-৩৮২১, মুসলিম ৬৪৩৫নং)*

খাদীজার স্মৃতিচিহ্ন বলেই তাঁর অলঙ্কার দেখে একদা মহানবী ﷺ-এর হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁর কন্যা যয়নাবের স্বামী বদর যুদ্ধে বন্দী হন। তাঁর মুক্তিপণ স্বরূপ যয়নাব মায়ের দেওয়া হার পাঠান। তা দেখে মহানবী ﷺ-এর অন্তর বিগলিত হয় এবং সাহাবাগণকে বলেন,

« إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِى لَهَا ».

অর্থাৎ, তোমরা যদি মনে কর যে, ওর বন্দীকে মুক্তি দেবে এবং তার জিনিস তাকে ফেরৎ দেবে (তাহলে ভালো হয়)।

সাহাবাগণ তাতে রাযী হয়ে সেই হার যয়নাবকে ফেরৎ দেন, যা ছিল তাঁর মায়ের স্মৃতি। *(আহমাদ ২৬৩৬২, আবূ দাঊদ ২৬৯৪, হাকেম ৪৩০৬নং)*

নিশ্চয় মা খাদীজা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলাদের অন্যতম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ ، وَمَرْيَمُ بِنتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ).

অর্থাৎ, জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হল ঃ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ, মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ১১৩৫নং)*

(خَيْرُ نِساءِ العالَمِينَ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وفاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرَعَوْنَ).

অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হল চারজন ঃ মারয়্যাম বিন্তে ইমরান, খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩২৮নং)*

ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ফযীলত

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলাদের অন্যতম নবী-কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ).

"জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হল ঃ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মাদ, মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম।" *(আহমাদ ২৯০১, ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ১১৩৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ).

"পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হল চারজন ঃ মারয়্যাম বিন্তে ইমরান, খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মাদ ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।" *(আহমাদ ১২৩৯১, ত্বাবারানীর কাবীর ১০০৪, সঃ জামে' ৩৩২৮নং)*

রসূল-কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَتانِي مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ لم يَنْزِلْ قَبْلَهَا فَبَشَّرَنِي أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّة وأنَّ فاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

"আমার নিকট এক ফিরিশ্তা আসমান থেকে অবতরণ ক'রে আমাকে সালাম দিয়েছেন, যিনি ইতিপূর্বে কোনদিন অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার এবং ফাতেমা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭৯নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী ﷺ-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চলনের মধ্যে কোন

পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'আমার কন্যার শুভাগমন হোক।' অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলে আমি ফাতেমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই।' আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল عليه السلام প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) ক'রে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন,

(يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ).

"হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, (জান্নাতে) মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?"

সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে।' *(বুখারী ৬২৮৫, শব্দাবলী মুসলিমের ৬৪৬৮নং)*

ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর চলন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলনের মতো। আর তাতে রয়েছে তাঁর বিরাট মর্যাদা, বেটির মধ্যে বাপের আচরণ!

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'আকার-আচরণ ও কথাবার্তায় ফাতেমা (কার্রামাল্লাহু অজহাহা) ছাড়া অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদৃশ দেখিনি। ফাতেমা তাঁর কাছে এলে তিনি তার দিকে উঠে যেতেন, স্বাগত জানাতেন, তার হাত ধরতেন, তাকে চুমা দিতেন এবং তাঁর বসার জায়গায় বসাতেন। আর তিনি তাঁর কাছে এলে সে তাঁর দিকে উঠে যেত, স্বাগত জানাত, তাঁর হাত ধরত, তাঁকে চুমা দিত এবং তার বসার জায়গায় বসাত।' *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৭১, আবূ দাউদ ৫২১৯নং)*

ফাতেমা ছিলেন মহানবী ﷺ-এর এক টুকরো দেহ। তাঁকে যা কষ্ট দিতো, মহানবী ﷺ তাতে কষ্ট পেতেন। এ কথা তিনি নিজে বলেছেন,

(فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي).

অর্থাৎ, ফাতেমা আমার দেহাংশ। যে তাকে রাগান্বিত করে, সে আসলে আমাকে রাগান্বিত করে। *(বুখারী ৩৭১৪, ৩৭৬৭নং)*

একদা আলী رضي الله عنه আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম দিলে ফাতেমা শুনে আব্বার কাছে এসে বললেন, 'আপনার গোষ্ঠী মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের স্বার্থে রাগ দেখান না। এই আলী আবূ জাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়!'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কালেমা শাহাদত পড়ে বললেন,

(أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ).

অর্থাৎ, অতঃপর বলি যে, আমি আবুল আস বিন রাবীকে (মেয়ে) বিবাহ দিয়েছি, সে আমাকে কথা দিয়ে কথা সত্য প্রমাণ করেছে। আর ফাতেমা আমার দেহের টুকরা। আমি তার খারাপ লাগাকে অপছন্দ করি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের বেটি ও আল্লাহর দুশমনের বেটি একই ব্যক্তির কাছে একত্র হতে পারে না।

সুতরাং এর পর আলী رضي الله عنه ঐ পয়গাম প্রত্যাহার ক'রে নেন। *(বুখারী ৩৭২৯নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ».

অর্থাৎ, আমার মেয়ে আমার দেহের টুকরা। তাকে যা উদ্বিগ্ন করে, আমাকেও তাই উদ্বিগ্ন করে। তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তাই কষ্ট দেয়। *(মুসলিম ৬৪৬০নং)*

ফাতেমী তসবীহর মাহাত্ম্য ঃ

আলী ﷺ-এর সাথে রসূল-কন্যা ফাতেমার বিবাহ হয়। মোহর ছিল একটি হুত্বামী লৌহবর্ম, যার দাম ৪০০ থেকে ৪৭০ দিরহাম। (১২০০-১৪০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্যমুদ্রা)। এ হল ফাতেমী মোহর।

আলী ﷺ-এর সংসারে ফাতেমা গৃহিণী হয়ে এলেন। ঘরে খেজুর পাতার চাটাই। চামড়ার বালিশ, যা খেজুরের ছোবড়া দিয়ে ভরা। পানির কলস ও খাবার পাত্র।

ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে সংসার শুরু করলেন রাজকন্যা। অল্পে তুষ্ট হয়ে, আল্লাহর শুকরিয়া জানিয়ে, তাঁর ইবাদত ক'রে এবং স্বামীর খিদমত ক'রে। তারপর সন্তানের প্রতিপালন।

বাড়িতেই আটা পিষে রুটি বানাতে হয়। পাথরের চাকি ঘুরাতে ঘুরাতে হাতে ঘাঁটা পড়ে গেছে। সংসারের কাজের চাপে পড়ে শরীর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করলেন, আব্বার কাছে একটি দাস বা দাসী চাইবেন। আব্বার কাছে এলেন। তিনি ছিলেন না। চাহিদার কথা মা আয়েশাকে জানালেন। তিনি নবী ﷺ-কে জানালে সরাসরি মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন।

তখন অনেক রাত। স্বামী-স্ত্রী শয্যাগ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁরা উঠতে যাচ্ছিলেন। তিনি উঠতে নিষেধ ক'রে তাঁদের মাঝে বসে বললেন,

(أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ).

"আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না, যা তোমাদের যাচিত জিনিস অপেক্ষা উত্তম? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৪ বার 'আল্লাহ আকবার', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৩ বার

'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করবে। এটাই হবে তোমাদের যাচিত জিনিস (খাদেম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(বুখারীত ১১৩, ৫৩৬১, ৬৩১৮, মুসলিম ৭০৯০নং)*

বাপের প্রতি বেটির মায়া ঃ

হিজরতের পূর্বে মহানবী ﷺ কা'বাগৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন। আবু জাহল ও তার কিছু সাথী সেখানে বসে ছিল। গতকাল উট যবাই হয়েছিল। আবু জাহল বলল, 'অমুক গোত্রের উটনীর (গর্ভাশয়) ফুলটা নিয়ে এসে মুহাম্মাদের ঘাড়ে কে রাখতে পারবে?'

এ কথা শুনে সম্প্রদায়ের সব চাইতে বেশি হতভাগা লোকটি উঠে গিয়ে ফুলটি নিয়ে এল। অতঃপর যখনই নবী ﷺ সিজদায় গেলেন, তখনই সে সেটাকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল! আর তা দেখে ওরা একে অন্যের গায়ে ঢলাঢলি ক'রে হাসতে শুরু করল। সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে সেটাকে তাঁর ঘাড় থেকে সরিয়ে দেবে।

নবী ﷺ সিজদাতেই থাকলেন। অতঃপর কোন একজন তা দেখে নিজে কিছু করতে না পেরে নবী-কন্যা ফাতেমাকে গিয়ে খবর দিল। কিশোরী ফাতেমা আব্বার এমন বিপদের কথা শুনে ছুটে এসে তা তাঁর ঘাড় হতে সরিয়ে ফেললেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করলেন।

নবী ﷺ নামায শেষ করে উচ্চস্বরে ঐ দুষ্কৃতীদের জন্য বদ্দুআ করলেন এবং তা কবুলও হয়ে গেল। *(বুখারী ২৪০, মুসলিম ১৭৯৪ নং)*

উহুদের যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর চেহারা রক্তাক্ত হল। তাঁর নিচের চোয়ালের ডান দিকের পেষক দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। শিরস্ত্রানের কড়া তাঁর মাথায় গাঁথা গেল। যুদ্ধ শেষে আহত আব্বাকে দেখে পানি ঢেলে রক্ত ধুতে লাগলেন। আলী ﷺ ঢাল দিয়ে পানি বয়ে আনতে লাগলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, পানি দিয়ে ধুলে রক্ত বন্ধ হয় না, তখন চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করলেন। *(মুসলিম ৪৭৪৩নং)*

বাপের মৃত্যুতে বেটির রোদন ঃ

আনাস ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, 'হায়! আব্বাজানের কষ্ট!' তিনি এ কথা শুনে বললেন, "আজকের দিনের

পর তোমার আব্বার কোন কষ্ট হবে না।” অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন,

(يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ).

'হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।'

অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) (সাহাবাদেরকে) বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল?' *(বুখারী ৪৪৬২নং)*

ফাতেমার একটি বড় গৌরব এই যে, শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আসবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশা হবেন। তখন পৃথিবী শান্তি ও ইনসাফে ভরে উঠবে। যেমন, তাঁর আগে অশান্তি ও যুলমে পরিপূর্ণ থাকবে। আহলে বায়ত তথা ফাতেমার বংশে তাঁর জন্ম হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নাম ও তাঁর নাম এবং উভয়ের পিতার নাম এক হবে। তিনি বড় সুদর্শন পুরুষ হবেন। আল্লাহ তাঁর দ্বারায় ইসলামের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। *(সঃ জামে' ৫১৮০নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ ».

অর্থাৎ, মাহদী হবে আমার বংশধরের মধ্য থেকে ফাতেমার সন্তান। *(আবূ দাউদ ৪২৮৬, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সঃ জামে' ৬৭৩৪নং)*

'যিনি শেরে-খোদা আলী মর্তুযা-গৃহিনী
হাসান-হোসেন দুই ইমাম-জননী
পিতা যাঁর মুহাম্মাদ নবী দু-জাহান
আছে কি তাঁহার মতো কাহারো সম্মান?'

হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র মর্যাদা

মহানবী ﷺ-এর দৌহিত্র, তাঁর কন্যা ফাতেমার সন্তান, তাঁর নাতি।

এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, ছোট থেকেই তিনি নাতিদ্বয়কে খুব ভালোবাসতেন, তাঁদের সাথে খেলা করতেন।

একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما পড়ে-উঠে তাঁর সামনে আসতে লাগলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)

(অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাই তো।) আমি এদেরকে পড়ে-উঠে চলে আসতে দেখে ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বরং খুতবা বন্ধ করে এদেরকে তুলে নিলাম।” *(আহমাদ ২২৯৯৫, আবূ দাউদ ১১১১, তিরমিযী ৩৭৭৪, নাসাঈ ১৪১৩, ইবনে মাজাহ ৩৬০০নং)*

শাদ্দাদ رضي الله عنه বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। নামায পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামায পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।'

তিনি বললেন, “এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম।”

(সহীহ নাসাঈ ১০৯৩ নং, ইবনে আসাকির, হাকেম)

ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, তিনি নামায পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে মানা করলে তিনি ইশারায় বলতেন, "ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও।" অতঃপর নামায শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে।" *(ইবনে খুযাইমা ৮৮৭নং, বাঃইহাক্বী ২/২৬৩)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِى وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِى).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (হাসান-হুসাইন) এ দুজনকে ভালোবাসল, সে আসলে আমাকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি এ দুজনকে ঘৃণা করল, সে আসলে আমাকে ঘৃণা করল। *(সিঃ সহীহাহ ২৮৯৫নং)*

উসামা বিন যায়দ ﷺ বলেন, একদা কোন প্রয়োজনে কোন এক রাত্রে আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। নবী ﷺ বের হলেন। তিনি তাঁর পিছনে কিছু আড়াল ক'রে ছিলেন, জানি না তা কী? অতঃপর আমার প্রয়োজন শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, 'ওটা কী, যা আপনি আড়াল ক'রে আছেন?' তিনি আড়াল সরালে দেখা গেল, তাঁর পিছনে হাসান ও হুসাইন। অতঃপর তিনি বললেন,

(هذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا بِنْتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا).

অর্থাৎ, এ দুজন আমার পুত্র এবং আমার কন্যাপুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমি এদেরকে ভালোবাসো এবং তাকে ভালোবাসো, যে এদেরকে ভালোবাসে। *(তিরমিযী ৩৭৬৯, ইবনে হিব্বান, সঃ জামে' ৭০০৩নং)*

বারা' ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ হাসান-হুসাইনকে দেখে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমি এদেরকে ভালোবাসো।" *(তিরমিযী ৩৭৮২নং)*

মহানবী ﷺ-এর ভালোবাসার পাত্র, আমাদের সকলের ভালোবাসার পাত্র। তাঁরা জান্নাতী এবং যুবক জান্নাতীদের সর্দার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

অর্থাৎ, হাসান-হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। *(সিঃ সহীহাহ ৭৯৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(ابْنايَ هذان الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ وأَبُوهُما خَيْرٌ مِنْهُمَا).

অর্থাৎ, আমার এই দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। আর এদের পিতা এদের থেকে শ্রেষ্ঠ। *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৪৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أتاني جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

অর্থাৎ, জিবরীল আমার নিকট এসে সুসংবাদ দিলেন যে, হাসান-হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। *(ইবনে সা'দ, সঃ জামে' ৬৩নং)*

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মর্যাদা

ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী।

তাঁর পিতা আমীরুল মু'মিনীন প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক।

কুমারী আয়েশা ছিলেন মহানবী ﷺ-এর স্বপ্নে দেখা স্ত্রী। একদা মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

(أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ).

"আমি (বিবাহের পূর্বে) তোমাকে দু-দুবার স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম তুমি এক খন্ড রেশমবস্ত্রের মধ্যে রয়েছ। আর আমাকে কেউ বলছে, 'এ হল তোমার স্ত্রী।' আমি কাপড় সরিয়ে দেখি, সে তো তুমিই। তারপর ভাবলাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়ন করবেন। *(বুখারী ৩৮৯৫, মুসলিম ৬৪৩৬নং)*

মহানবী ﷺ-এর কাছে তাঁর বিশাল মর্যাদা ছিল। আর সেই কারণে জিবরীল ﵇-ও তাঁকে সালাম দিতেন। মা আয়েশা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

(يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ).

"হে আয়েশ! এই জিব্রীল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করছেন।"

আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু অরাহ্‌মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'

(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমরা যা দেখতে পাই না, তা আপনি দেখতে পান। *(বুখারী ও মুসলিম ৬৪৫৭নং)*

মহানবী ﷺ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। বরং খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র পর সকল স্ত্রীদের চাইতে তাঁকে বেশি ভালোবাসতেন। তার প্রকৃতিগত একটি কারণ ছিল, তিনি ছিলেন একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তাছাড়া তিনি ছিলেন অনেক গুণের অধিকারিণী।

একদা আম্র বিন আস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকেদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়তম কে?'

উত্তরে তিনি বললেন, "আয়েশা।"

---পুরুষদের মধ্যে কে?

তিনি বললেন, "তার আব্বা।"

---তারপর কে?

তিনি বললেন, "উমার বিন খাত্তাব।"

অতঃপর আরো কিছু লোকের নাম নিলেন। *(বুখারী ৪৩৫৮, মুসলিম ৬৩২৮নং)*

শুধু আল্লাহর নবী ﷺ-ই নন, লোকেরাও আয়েশাকে খুব পছন্দ করত। যেদিন তাঁর বাড়িতে মহানবী ﷺ-এর পালা থাকত, সে দিনই বিশেষ ক'রে লোকেরা তাঁর কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠাত। সুতরাং একদিন সকল সপত্নী উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বাসায় একত্রিত হয়ে বলাবলি করল, 'হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা তো বেছে বেছে আয়েশার দিনেই তার বাসাতেই উপহার-উপঢৌকন পাঠায়। অথচ আমরাও মঙ্গল চাই, যেমন আয়েশা চায়। তুমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বল, যাতে তিনি লোকেদেরকে এই আদেশ করেন যে, তিনি যেখানেই থাকেন, যেখানেই তাঁর পালা থাক, তারা যেন সেখানেই নিজেদের উপহার-উপঢৌকন পাঠায়।'

সুতরাং উম্মে সালামা নবী ﷺ-কে সে কথা বললেন। কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উম্মে সালামা আবারও বললেন। কিন্তু তিনি আবারও মুখ

ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বার সে কথা উল্লেখ করলে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

(يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا).

"হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। যেহেতু আল্লাহর কসম! সে ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীর লেপের ভিতর থাকা অবস্থায় আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি।" *(বুখারী ৩৭৭৫নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ).

"সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহার)র মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদ' (গোশ্‌ত মিশ্রিত রুটির পলান্ন) সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।" *(বুখারী, মুসলিম ৬৪৫২নং)*

নবুঅতের বদনাম করার জন্য এবং নবীকে ছোট করার জন্য মুনাফিকরা আয়েশার নামে মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করে। মহান আল্লাহ তাঁর সতীত্ব প্রমাণে আল-কুরআনের (সূরা নূরের) দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তাবেয়ী মুহাদ্দিস মাসরূক (রঃ) হাদীস বর্ণনাকালে বলতেন,

حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللهِ الْمُبَرَّأَةُ...

অর্থাৎ, সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা, আল্লাহর প্রিয়ের প্রিয়া, কলঙ্কমুক্ত (আয়েশা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন.......।

আয়েশা যে একজন সচ্চরিত্রবতী মহিলা, সে কথা কুরআনে স্পষ্ট করা হয়েছে। মহান আল্লাহ নিজ নবীকে যোগ্য সহধর্মিনীই দান করেছেন। নবী ভালো হলে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ভালো হবে না কেন? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}

অর্থাৎ, দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য; সচ্চরিত্র নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ

সচ্চরিত্র নারীর জন্য (উপযুক্ত)। এ (সচ্চরিত্র)দের সম্বন্ধে লোকে যা বলে, এরা তা হতে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। *(নূর ঃ ২৬)*

তখন একই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৯টি সহধর্মিণী। এক-একটা দিন এক-এক স্ত্রীর বাসায় পালা করা ছিল। জীবনের শেষ সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "আগামী কাল আমি কার বাসায়? আগামী কাল আমি কার বাসায়?" তিনি মনে মনে আয়েশার বাসা খুঁজেছেন। (তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য অন্য স্ত্রীদের কাছে অনুমতিও নিয়েছেন।) অতঃপর আয়েশার বাসায় এসে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন।" *(বুখারী ৩৭৭৪নং)*

তিরোধানের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী ﷺ মিসওয়াক দেখে মিসওয়াক করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা আয়েশা মিসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে নরম ক'রে দিলে তিনি মিসওয়াক করলেন।

মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে তিনি পাশে রাখা পাত্রের পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে নিজ মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা।"

সবশেষে তিনি হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং উপর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখলেন। এ সময় তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। এ সময় তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদগণ এবং সৎব্যক্তিগণ; যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ তুমি আমাকে তাঁদের দলভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি তুমি দয়া কর। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত কর।"

অতঃপর শেষ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে তাঁর হাত অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনি ইন্তিকাল করলেন মদীনায় চাশতের সময় প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশার বাসায় তাঁর বুকে মাথা রেখে। তাঁর দাফনও হল তাঁরই বাসায়।

তাইতো তিনি গর্ব ক'রে বলতেন,

تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْن سَحْرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ.

অর্থাৎ, নবী ﷺ দেহত্যাগ করেন আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার বুক ও গলার মাঝে (মাথা রেখে)। (অন্তিম মুহূর্তে) আল্লাহ আমার থুতু ও তাঁর থুতুকে একত্রিত করেছেন। *(বুখারী ৩১০০নং)*

এমন ভাগ্যবতী মহিলা কি অন্য সকল শ্রেষ্ঠ মহিলাদের মতো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার রাখেন না?

ঈমানে অগ্রণী সাহাবা ﷺ-দের মর্যাদা

যে সকল সাহাবাগণ ইসলামের ফজরেই ঈমান আনয়ন করেছেন, দ্বীনের নবীর সহযোগিতা করেছেন, দ্বীনদারদেরকে সাহায্য করেছেন, দ্বীনের জন্য সংগ্রাম ও লড়াই করেছেন, মহান আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।

তিনি বলেছেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (١٠٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা। *(তাওবাহ ঃ ১০০)*

মুহাজির হয়ে যাঁরা দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর তাকীদে দেশত্যাগ করেছেন, মহান আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

{لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}

অর্থাৎ, (এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজির (ধর্মের জন্য স্বদেশত্যাগী)দের জন্য, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। *(হাশ্‌র ঃ ৮)*

আনসার হয়ে যাঁরা মুহাজিরদেরকে জায়গা দিয়েছেন, নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা না রেখে তাঁদেরকে নিজেদের সম্পদের ভাগী করেছেন, পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এমনকি একাধিক স্ত্রীর স্বামী হয়ে থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে নিজ দ্বীনী ভাইয়ের সাথে বিবাহ দিয়েছেন, তাঁদের প্রশংসা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٩) الحشر

অর্থাৎ, (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও ঈমানকে মনে স্থান দিয়েছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (হাশ্র ঃ ৯)

বদরী সাহাবা ﵁-গণের মর্যাদা

মহান আল্লাহ সেই সাহাবাবর্গের প্রশংসা করেছেন, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যে যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, হক ও বাতিলের ফায়সালার যুদ্ধ। সে যুদ্ধের যোদ্ধাদেরকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তা)র যোদ্ধা বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ}

অর্থাৎ, (বদর যুদ্ধে) দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। তারা (অবিশ্বাসিগণ) বাহ্যদৃষ্টিতে ওদের (মুসলিমদের)কে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা

শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশ রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৩)*

বদরী সাহাবাবর্গকে মহান আল্লাহ 'মু'মিন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

{إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (١٢) الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ। যারা অবিশ্বাস করে, আমি অচিরেই তাদের হৃদয়ে আতঙ্ক প্রক্ষেপ করব। সুতরাং তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং আঘাত কর তাদের সর্বাঙ্গে। *(আনফাল ঃ ১২)*

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١٧) الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। যাতে তিনি মু'মিনগণকে নিজের তরফ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা (করে পুরস্কৃত) করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(আনফাল ঃ ১৭)*

{وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٦٣) سورة الأنفال

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(আনফাল ঃ ৬২-৬৩)*

{إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ} (١٢٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন তুমি মু'মিনগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' *(আলে ইমরান ঃ ১২৪)*

বদরী সাহাবীগণ জান্নাতী। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর তাঁরা যে আমলই করুন না কেন, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। যাঁদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আহলে বদরের ব্যাপারে অবহিত হয়ে বলেছেন, 'তোমরা যাচ্ছেতাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।"

মহানবী ﷺ অতি সংগোপনে মক্কা-বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু হাত্বেব মক্কায় কুরাইশদের নিকট এই সংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। পারিশ্রমিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলাটি তাঁর চুলের খোঁপার ভিতরে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে হাত্বেবের উক্ত কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হলেন। সুতরাং তিনি আলী, মিক্বদাদ, যুবাইর ও আবূ মারষাদ ﷺ-কে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, তোমরা 'রওযাতু খাখ' নামক জায়গায় গিয়ে সেখানে এক হাওদা-নশীন মহিলাকে দেখতে পাবে। ঐ মহিলাদের নিকট কুরাইশদের জন্য লিখিত ও প্রেরিত একটি পত্র আছে। সেই পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

উল্লিখিত সাহাবাগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে গেলেন এবং এক পর্যায়ে যথাস্থানে সেই মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ঐ মহিলাকে উটের পিঠ থেকে অবতরণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার কাছে কোন পত্র আছে কি না? কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদায় তল্লাশী চালিয়েও কোন পত্র না পাওয়ায় তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আলী ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম ক'রে বলছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মিথ্যা বলেননি। অথবা আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি পত্রখানা বের ক'রে দাও, নচেৎ তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে তল্লাশী চালাব।'

মহিলা যখন তাঁদের দৃঢ়তা অনুভব করল, তখন বলল, 'আচ্ছা! তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।'

তাঁরা অন্য দিকে মুখ ফিরালে সে তার কোমরে বাঁধা ওড়না বা মাথার চুলের খোঁপা থেকে পত্রখানা বের ক'রে তাঁদের হাতে দিল। তাঁরা তা নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাত্বেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এমন সাংঘাতিক কাজ করেছ কেন?"

হাত্বেব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি আমার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি ধর্মত্যাগী নই এবং আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কুরাইশদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কও নেই। তবে কথা হচ্ছে এই যে, কোন কোন ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিরা সেখানেই আছে। তাদের সাথে আমার এমন কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নেই যে, তার ফলে আমার পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করবে। পক্ষান্তরে আমার সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা তাদের আপনজনদের দেখাশোনা করবে। যদিও এ কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী ও আমার অধিকার বহির্ভূত, তবুও ঐ একটি উদ্দেশ্যেই আমি কুরাইশদের প্রতি একটু এহসানী করতে চেয়েছিলাম। যাতে তারা তার বিনিময়ে আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হয়।'

সে কাজ এত বড় মারাত্মক ছিল যে, উমার ﷺ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উমার! তুমি কি জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? আর নিশ্চয় আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের (অবস্থা) জেনে ও দেখে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।"

এ কথা শুনে উমার ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' *(বুখারী, মুসলিম ৬৫৫৭নং, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬০-২৬২)*

কোন কোন বর্ণনায় আছে, "তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছি।" *(বুখারী ৬৯৩৯নং)*

উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।' তিনি বললেন,

(يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى).

"হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে তো সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।" *(বুখারী ২৮০৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ).

অর্থাৎ, যে কেউ বদর ও হুদাইবিয়্যাতে উপস্থিত ছিল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। *(আহমাদ ২৭০৪২, সঃ জামে' ৫২২৭নং)*

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী। রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কীরূপ গণ্য করেন?' তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।" অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীভুক্ত)।' *(বুখারী ৩৯৯২নং)*

উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ﷺ-গণের মর্যাদা

উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীকে মহান আল্লাহ 'মু'মিন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١٢١)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন (উহুদ) যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যূষে বের হয়েছিলে; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(আলে ইমরান ঃ ১২১)*

{وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (١٥٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হত্যা করছিলে। অবশেষে যখন তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং (রসূলের) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা (বিজয়) তোমাদেরকে দেখানোর পরে তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে (তখন বিজয় রহিত হল)। তোমাদের কতক লোক ইহকাল কামনা করেছিল এবং কতক লোক পরকাল কামনা করেছিল। অতঃপর তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে তাদের মোকাবেলায় পশ্চাতে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। *(ঐ ঃ ১৫২)*

মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মহাপুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করেছেন,

{الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (١٧٢) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। *(ঐ ঃ ১৭২)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِى الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) ».

অর্থাৎ, তোমাদের ভাইগণ উহুদে নিহত হলে আল্লাহ তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ রঙের পাখির পেটে স্থাপন করেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে অবতরণ করে, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়াতলে ঝুলন্ত দীপাবলীতে আশ্রয় নেয়। সুতরাং তারা যখন সুন্দর খাদ্য, পানীয় ও আরাম করার জায়গা পেল, তখন বলল, 'আমাদের ভাইদেরকে কে খবর দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছি। যাতে তারা জিহাদে অনাসক্তি প্রকাশ না করে এবং যুদ্ধের সময় ভীরুতা প্রদর্শন না করে।'

আল্লাহ সুবহানাহ বললেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে এ কথা পৌঁছে দেব।'

সুতরাং তিনি অবতীর্ণ করলেন,

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৯, আহমাদ ২৩৮৮, আবূ দাউদ ২৫২২, হাকেম ২৪৪৪নং)*

সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, 'যখন আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) উহুদ যুদ্ধে ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এ দেখে সকলে আমাকে নিষেধ করল। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে তাঁর জানাযা উঠানো হল। এতে আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন,

« تَبْكِيهِ أَوْ لاَ تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ».

"তার জন্য কাঁদো অথবা না কাঁদো, ওর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের পক্ষ দ্বারা ওকে ছায়া ক'রে রেখেছিল।" *(বুখারী ৪০৮০, মুসলিম ৬৫০৯নং, প্রমুখ)*

উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদ সাহাবী হানযালা ﷺ-কে ফিরিশ্তা গোসল দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হামযা ﷺ সাইয়িদুশ শুহাদা (শহীদদের সর্দার)।

'বাইআতুর রিযূওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীর মর্যাদা

৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরাম সহ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কার সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেররা নবী করীম ﷺ-কে বাধা দেয় এবং তাঁকে উমরাহ করা থেকে বিরত রাখে। তিনি উসমান ﷺ-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায় পাঠান। যাতে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ক'রে তাদেরকে মুসলিমদের উমরাহ করার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু উষমান ﷺ-এর মক্কা গমনের পর তাঁর শহীদ হওয়ার গুজব রটে গেল। তাই নবী ﷺ উষমান ﷺ-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের কাছে 'বাইআত' (শপথ) গ্রহণ করলেন। যেটাকে 'বায়আতে রিযূওয়ান' বলা হয়। যা তিনি হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ১৪ বা ১৫ শত সাহাবীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

উক্ত বাইআত সম্বন্ধে কুরআন মাজীদের সূরা ফাত্‌হে আলোচনা রয়েছে। সেখানে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে, যাঁরা তাতে শরীক হয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে 'মু'মিনূন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٤)

অর্থাৎ, তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করে নেয়, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(ফাত্হঃ ৪)*

সেই সাথে তিনি তাঁদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন এবং পাপমোচন করার কথা বলেছেন,

{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا}

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপরাশি মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য। *(ঐঃ ৫)*

নবীর হাতে সেই বাইআতকে আল্লাহর হাতে বাইআত বলে সম্মান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (١٠) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করবার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন। *(ঐঃ ১০)*

মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি তুষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন,

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (١٨) الفتح

অর্থাৎ, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। *(ঐঃ ১৮)*

সেই দিনকার মানুষদের জন্য মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

« أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ».

অর্থাৎ, আজ তোমরা বিশ্বসেরা মানুষ। *(বুখারী ৪১৫৪, মুসলিম ৪৯১৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ).

অর্থাৎ, যে কেউ বদর ও হুদাইবিয়্যাতে উপস্থিত ছিল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। *(আহমাদ ২৭০৪২, সঃ জামে' ৫২২৭নং)*

একদা হাত্বেবের এক গোলাম তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! হাত্বেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।'

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« كَذَبْتَ لاَ يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ».

"মিথ্যা বললে তুমি। সে জাহান্নামে যাবে না। কারণ সে তো বদর ও হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিল।" *(আহমাদ ১৪৪৮৪, মুসলিম ৬৫৫৯, তিরমিযী ৩৮৬৪, হাকেম ৫৩০৮নং)*

আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ-এর ফযীলত

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন উষমান তাইমী। অনেকে বলেছেন, তাঁর নাম ছিল আতীক। তাঁর উপনাম আবূ বাক্র এবং তাতেই তিনি প্রসিদ্ধ।

তাঁর উপাধি হল সিদ্দীকে আকবার।

যাঁরাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখে তথা সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাঁরাই সিদ্দীক। তবুও আবূ বাক্র ছিলেন সবচেয়ে বড় সিদ্দীক। তিনিই পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম। তিনিই সর্বপ্রথম সত্যায়ন করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত দূত ও রসূল।

আল্লাহর তাঁর রসূলকে এক রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং সেখান থেকে সাত আসমান ভ্রমণে (ইসরা ও মি'রাজে) নিয়ে গেলেন। সশরীরে এমন যাত্রা সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল। মুশরিকরা তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিল। কেউ আবূ বাক্রকে বলল, 'শুনেছ তোমার সাথী ইদানীং কী বলছে?'

---তিনি কী বলছেন?

---সে নাকি এক রাতেই ফিলিস্তীনের বাইতুল মাক্বদিস ও সাত আসমান ভ্রমণ ক'রে এসেছে!

সিদ্দীক অতি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিয়ে বললেন, 'উনি যদি তা বলছেন, তাহলে সত্যই বলছেন।' *(হাকেম ৩/৬৫, সিঃ সহীহাহ ৩০৬নং)*

আল্লাহর নবী ﷺ যা বলতেন, বিনা দ্বিধায় তিনি তা বিশ্বাস করতেন। এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ নবী ﷺ। একদা ফজরের নামাযের পর লোকেদের দিকে ফিরে বসে মহানবী ﷺ বললেন, "এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর মাল রেখে চালাতে চাইল। তার উপর সওয়ার হয়ে তাকে মারতে লাগল। গরুটি তার দিকে ফিরে মুখে বলল, 'আমি এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমি তো চাষের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।'

লোকেরা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! গরু কথা বলে?!'

মহানবী ﷺ বললেন,

« فَإِنِّى أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ».

অর্থাৎ, আমি, আবূ বাকর্ ও উমার এ কথা বিশ্বাস করি।

একদা একটি লোক তার ছাগপালের মাঝে ছিল। ইত্যবসরে একটি নেকড়ে বাঘ পালে হানা দিয়ে একটি ছাগল ধরে নিয়ে যেতে লাগল। লোকটি বাঘের পিছে ধাওয়া ক'রে ছাগলটিকে ছাড়িয়ে নিল। নেকড়েটি তাকে বলল, 'আজ ওকে বাঁচিয়ে নিলে। কিন্তু সিংহ আক্রমণের দিনে ওকে কে বাঁচাবে, যেদিন আমি ছাড়া ওর কোন রাখাল থাকবে না। (তুমিও ভয়ে পালাবে।)'

লোকেরা এ কথা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! নেকড়ে কথা বলে?!'

মহানবী ﷺ বললেন,

« فَإِنِّى أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ».

অর্থাৎ, আমি, আবূ বাকর্ ও উমার এ কথা বিশ্বাস করি।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলার সময় আবূ বাকর্ ও উমার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। *(বুখারী ৩৪৭১, মুসলিম ৬৩৩৪নং)*

আবূ বাকর্ ﷺ মহানবী ﷺ-এর এমন শিষ্য যে, অতি সংকট মুহূর্তে তিনি তাঁর সাথী ছিলেন। আর উভয়ের সাথী ছিলেন মহান আল্লাহ। কুরআনে সেই সাথীত্বের কথা বলা হয়েছে,

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাকর)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ন হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(তাওবাহঃ ৪০)*

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে আবূ বাকর্ই ছিলেন নির্বাচিত সাথী। হিজরতের পথে তাঁদেরকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের মধ্যে কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।' নবী ﷺ বললেন,

(مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا).

"হে আবূ বাকর্! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ।" *(বুখারী ৩৬৫৩, মুসলিম ৬৩১৯নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন,

(إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ).

"আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে

নিয়েছে।” এ কথা শুনে আবূ বাক্‌র ﷺ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ‘আমাদের বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক।’

আমরা অবাক হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, ‘দেখো! এ বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। আর বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে। (তাতে কাঁদার কী আছে?) তাতে ‘আমাদের বাপ-মা কুরবান হোক বলার কী আছে?’

কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ ছিলেন সেই বান্দা, যাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। আর আবু বাক্‌র ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ.

“যে আমাকে তার নিজ সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে অনুগৃহীত ও ধন্য করেছে, সে হল আবূ বাক্‌র। আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্‌রকে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্ব রয়েছে।

মসজিদে আবূ বাকরের প্রবেশপথ ছাড়া কোন প্রবেশপথ অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে না।” *(বুখারী ৩৯০৪, মুসলিম ৬৩২০নং)*

একদা আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “আবু বাকরের ধন-সম্পদ যেভাবে আমাকে উপকৃত করেছে, অন্য কোন ধন-সম্পদ তা করেনি।” এ কথা শুনে আবূ বাক্‌র ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনার জন্যই হে আল্লাহর রসূল!’ এ কথা শুনে উমার ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আমার আব্বা তোমার জন্য কুরবান হোক হে আবু বাক্‌র! যে কোন কল্যাণে আমি তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছি, তাতেই তুমি প্রথম স্থান দখল ক'রে নিয়েছ!’ *(উসুদুল গাবাহ প্রমুখ)*

উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনদিন আবূ বাক্‌রকে হারাতে পারি, তাহলে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক

মাল নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “(এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কী রেখে এলে?” উত্তরে আমি বললাম, ‘অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।’ আর এদিকে আবূ বাক্‌র তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাঁকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কী রেখে এলে?” উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!’ তখনই মনে মনে বললাম যে, ‘আবূ বাক্‌রের কাছে কোন প্রতিযোগিতাতেই আমি জিততে পারব না।’ *(আবূ দাউদ ১৬৮০, তিরমিযী ৩৬৭৫নং)*

আবূ বাক্‌রের সেই দানশীলতা ও বদান্যতা এবং তার প্রতিদানের কথা মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

{وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى} (٢١) سورة الليل

অর্থাৎ, আল্লাহভীরুকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের প্রত্যাশায়। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে। *(লাইলঃ ১৭-২১)*

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই সমস্ত গুণের অধিকারী হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের নিয়ামত এবং সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। যার কারণে সে সন্তুষ্ট ও রাযী হয়ে যাবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বরং কেউ কেউ এ ব্যাপারে ‘ইজমা’ (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতগুলি আবু বাকর ﷺ-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

তাইতো মহানবী ﷺ বলেছেন, “আমি পৃথিবীর কাউকে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী কুহাফাহ (আবূ বাক্‌র)কে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী ‘খালীলুল্লাহ’।” *(মুসলিম ৬৩২৬নং)*

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ছিলেন মহানবী ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশার পিতা। একদা আম্‌র বিন আস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লোকেদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়তম কে?’

উত্তরে তিনি বললেন, “আয়েশা।”

---পুরুষদের মধ্যে কে?

তিনি বললেন, "তার আব্বা।"

---তারপর কে?

তিনি বললেন, "উমার বিন খাত্ত্বাব।"

অতঃপর আরো কিছু লোকের নাম নিলেন। *(বুখারী ৪৩৫৮, মুসলিম ৬৩২৮নং)*

আবূ মূসা ﷺ বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থতা খুব বেড়ে গেল। নামাযের আযান হলে তিনি বললেন,

(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ).

"তোমরা আবূ বাক্রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

লোকেরা কোন অশুভ ধারণা করবে এই আশঙ্কায় আয়েশা বললেন, 'উনি তো নরম মানুষ। আপনার জায়গায় দাঁড়ালে উনি লোকেদের ইমামতি করতে পারবেন না। কুরআন পড়ার সময় কান্নায় লোকেদেরকে আওয়াজ শোনাতে পারবেন না।'

তিনি আবারও বললেন, "তোমরা আবূ বাক্রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

আয়েশাও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

তিনি আয়েশাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তুমি আবূ বাক্রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

তবুও আয়েশা মানলেন না। তিনি হাফসাকে ঐ একই কথা বলতে বললেন। হাফসা তাঁকে বললেন, 'আবূ বাক্র নরম মানুষ। আপনার জায়গায় দাঁড়ালে উনি লোকেদের ইমামতি করতে পারবেন না। আপনি বরং উমারকে আদেশ করুন, লোকেদের ইমামতি করুক।'

নবী ﷺ বললেন, "থামো! তোমরা হলে ইউসুফ-কাহিনীর মহিলাদল। (যারা মুখে বলেছিল এক, মনে রেখেছিল অন্য কিছু।) তোমরা আবূ বাক্রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

সুতরাং আবূ বাক্র সিদ্দীককে বলা হলে তিনি লোকেদের ইমামতি করলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশেই তিনি হলেন ইমাম। *(বুখারী ৭১৬, ৭৩০৩, মুসলিম ৯৬৮, ৯৭৫নং)*

বলা বাহুল্য, তিনিই ছিলেন মুসলিমদের প্রথম খলীফা।

তিনি ছিলেন এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

'সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।' আবূ বাক্র সিদ্দীক ছিলেন নানা গুণের আধার। সমাজে তাঁর সমাদর ছিল। যেমন তিনি আল্লাহর ইবাদত করেছেন, তেমনি রাসূলের আনুগত্য ও সামাজিক কর্মের মাধ্যমেও ইবাদত ক'রে নিজেকে মহান ক'রে তুলেছিলেন।

একদা মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে?" আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'আমি।' তিনি বললেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন জানাযার অনুসরণ করেছে?" আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'আমি।' তিনি আবার বললেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে খাদ্য দান করেছে?" আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'আমি।' তিনি বললেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন রোগী দেখতে গেছে?" আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'আমি।' নবী ﷺ বললেন, "এই সকল কাজগুলি যে লোকের মধ্যে একত্রিত হবে, সেই জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ১০২৮নং)*

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, 'হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)।' সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।" এ সব শুনে আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।" *(বুখারী ১৮৯৭, মুসলিম)*

শুধু জান্নাতীই নন, তিনি হবেন জান্নাতে তাদের সর্দার, যারা বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَبـو بَكْـرٍ وعمَـرُ سَـيِّدَا كُهُـولِ أَهْـلِ الجنَّـةِ مِـنَ الأوَّلِـينَ والآخِـرِينَ إلاَّ النَّبِـيِّينَ والمُرْسَلِينَ).

অর্থাৎ, আবূ বাক্র ও উমার নবী-রসূল ছাড়া পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতীদের সর্দার। *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৫১নং)*

উমার ফারূক ﷺ-এর ফযীলত

জীবদ্দশায় বেহেশ্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবার অন্যতম।
সাহাবাদের অন্যতম আলেম ও যাহেদ।
মহানবী ﷺ-এর শ্বশুর, উম্মুল মু'মিনীন হাফসার পিতা।
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন।
সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামী দিন-পঞ্জিকা চালু করেন।
তাঁর উপনাম ছিল আবূ হাফ্স। আর হাফ্স মানে সিংহের বাচ্চা।

মহানবী ﷺ মনে মনে কামনা করতেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বলতেন, "হে আল্লাহ! আবূ জাহল ও উমার---এ দুইয়ের মধ্যে তোমার কাছে যে প্রিয়, তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর। সুতরাং তাঁর কাছে উমার প্রিয় ছিলেন। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। *(তিরমিযী ৩৬৮১নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ উমারের জন্য দুআ ক'রে বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি বিশেষ ক'রে উমারকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর।" *(ইবনে মাজাহ ১০৫, সিঃ সহীহাহ ৩২২৫নং)*

তাঁর উপাধি ছিল 'আল-ফারূক্ব'। ফারাক ও পার্থক্যকারী। তিনি ছিলেন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, কঠোরহস্তে বাতিলকে দমনকারী। তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করতেন না।

হক-বাতিলের ফায়সালা তাঁর মনে উদয় হতো। 'হক' বিধানরূপে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই তিনি হক বলে অনুধাবন করতে পারতেন। অতঃপর তিনি যে রায় দিতেন, সেই রায়ের সপক্ষে কুরআন অবতীর্ণ হতো।

১। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দী হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে---এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট

ছিল না। সুতরাং নবী ﷺ সেই ৭০ জন বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কী করা যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু'টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু'টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা হল। উমার ﷺ প্রভৃতিগণ নবী ﷺ-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফরের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা হোক। কেননা, এরা হল কুফ্র ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্র ﷺ প্রভৃতিগণ উমার ﷺ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর ঐ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী ﷺ এই রায়কে প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু উমার ﷺ-এর রায়ের সমর্থনে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيـدُونَ عَـرَضَ الـدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٦٧) سورة الأنفال

অর্থাৎ, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(আনফাল ঃ ৬৭)*

২। ইসলামের শুরুর দিকে যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি, তখন সাহাবাগণ নবী-গৃহে গেলে তাঁর স্ত্রী-কন্যাগণ পর্দা করতেন না। ভালো-মন্দ সকল লোককে দেখা দিতেন, সকলের সামনে আসতেন, সকলের সামনে চেহারা খুলে রাখতেন।

সর্বপ্রথম উমার ﷺ-এর চোখে বিষয়টি খারাপ লাগল। তিনি মহানবী ﷺ-এর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, 'আপনার বাড়িতে কত ভালো-মন্দ লোক আসে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করতে বলতেন।'

এরই পরে অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(আহযাবঃ ৫৯)*

৩। তওয়াফ শেষে কা'বা চত্বরের মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে ২ রাকাত নামায পড়ার বিধান ছিল না। উমার ফারূক ﷺ-ই প্রথম আশা পোষণ করলেন যে, যদি আমরা মাক্বামে ইব্রাহীমকে মুসাল্লা বানাতাম। এই আশানুরূপ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (١٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ,'তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর।' *(বাক্বারাহ ঃ ১২৫, বুখারী ৪০২, মুসলিম ৬৩৫৯নং)*

৪। বিভিন্ন দেশ জয়লাভ করার পর যখন মুসলিমদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হল, তখন মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীদের দেখাদেখি মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানালেন। নবী ﷺ যেহেতু বিলাসহীন জীবন-যাত্রা পছন্দ করতেন, সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে বড় দুঃখিত হলেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করলেন। সেই সময় একদা উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, 'যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাঁকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করবেন।'

মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (٥)

অর্থাৎ, যদি সে (নবী) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী; যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যশীলা, তওবাকারিণী, উপাসনাকারিণী, রোযা পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী। *(তাহরীম ঃ ৫, বুখারী ৪০২নং)*

৫। নাবালক শিশুদের গৃহ প্রবেশে অনুমতির ব্যাপারে উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ-এর আশানুরূপ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٥٨) النور

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি (নাবালক), তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে; ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বাহ্যাবরণ খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। তবে এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একেক অপরের নিকট তো সর্বদা যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। *(নূর ঃ ৫৮, তফসীর ক্বুরতুবী ১২/২৭৬)*

৬। মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল মারা গেলে তার মুসলিম ছেলে আব্দুল্লাহ বাপকে কাফনানোর জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে তাঁর কামীস চাইলেন। তিনি তা দান করলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ তার জানাযার নামায পড়ার জন্য আবেদন করলেন। দয়ার নবী ﷺ তার জন্য উঠতে গেলে উমার ﷺ তাঁর লেবাস ধরে বললেন,

(يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ؟).

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তার জানাযা পড়বেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন?'

নবী ﷺ বললেন,

« إِنَّمَا خَيَّرَنِى اللَّهُ فَقَالَ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ ».

'আল্লাহ তো আমাকে এখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" *(তাওবাহ ঃ ৮০)* আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব।'

উমার ﷺ বললেন, 'কিন্তু ও যে মুনাফিক!'

তবুও তিনি জানাযা পড়লেন। অতঃপর মহান আল্লাহ উমার ﷺ-এর রায়কে সমর্থন ক'রে অবতীর্ণ করলেন,

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٨٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(তাওবাহ ঃ ৮৪, মুসলিম ৬৩৬০নং)*

উমার ফারূকের মাধ্যমে এই শ্রেণীর হক প্রকাশের কারণেই মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

(إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ উমারের জিহ্বা ও হৃদয়ে হক বিন্যস্ত করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, লোকেদের কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা সে ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করলে এবং ইবনুল খাত্ত্বাবও নিজ মতামত প্রকাশ করলে কুরআন অবতীর্ণ হত তাঁরই মতামতকে সমর্থন ক'রে। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ২৯৬২, তিরমিযী ৩৬৮-২, সঃ জামে' ১৭৩৬নং)*

উমার ﷺ-এর রায়ের সমর্থনে মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করতেন অথবা তাঁর রায়টা কুরআনের অনুসারী হতো। মহানবী ﷺ-ও তাঁর কথার সমর্থন করতেন।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি ক'রে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন (প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, "আবূ হুরাইরা?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ রসূল!' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তোমার?" আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।' তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, অতঃপর সর্বপ্রথম আমার সাথে উমারের সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, 'আবূ হুরাইরা! এ জুতো-জোড়া কার?'

আমি বললাম, 'এ জুতো-জোড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। তিনি এ দু'টিকে দিয়ে আমাকে এই জন্য পাঠালেন যে, আমার সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হবে, সে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই---এ কথা)র সাক্ষ্য দিলে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব।'

তিনি এ কথা শুনে আমার বুকের মাঝে এক ধাক্কা মারলেন। আমি পাছা ঠুকে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'আবূ হুরাইরা! তুমি ফিরে যাও।'

সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে আমি কাঁদোকাঁদো অবস্থায় ফিরে গেলাম। আমার পিছনে পিছনে উমারও এলেন। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার কী হয়েছে আবূ হুরাইরা!"

আমি বললাম, উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আপনি যে জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তা বললে তিনি আমার বুকের মাঝে এক ধাক্কা মারলেন। ফলে আমি পাছা ঠুকে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি ফিরে যাও।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "হে উমার! এ কাজ করতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করল?"

উমার বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি কি আবূ হুরাইরাকে আপনার জুতো-জোড়া দিয়ে এই জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হবে, সে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই---এ কথা)র সাক্ষ্য দিলে সে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে?'

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

উমার ﷺ বললেন, 'আপনি এটা করবেন না। কারণ আমার ভয় হয়, লোকে এটার উপর ভরসা ক'রে নেবে। আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মত গ্রহণ ক'রে বললেন, "তাহলে ছেড়ে দাও।" *(মুসলিম ১৫৬নং)*

হকের দিশা পাওয়া ফারূকের ইলাহী সম্পদ। তাঁর হৃদয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হকের জ্ঞান প্রক্ষিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাষ' লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ 'মুহাদ্দাষ' থাকে, তাহলে সে হল উমার।" *(বুখারী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯, মুসলিম ৬৩৫৭নং)*

ইবনে অহাব বলেন, 'মুহাদ্দাষ' লোক হলেন তাঁরা, যাঁদের মনে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম (ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রক্ষেপ) করা হয়।

উমার ﷺ শুধু 'মুহাদ্দাষ'ই ছিলেন না, বরং তিনি নবী হওয়ারও যোগ্য ছিলেন। শেষনবী ﷺ বলেছেন,

(لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ).

অর্থাৎ, আমার পর কোন নবী হলে অবশ্যই উমার বিন খাত্ত্বাব হতো। *(আহমাদ, তিরমিযী ৩৬৮৬, হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩২৭নং)*

বলা বাহুল্য, উমার ﷺ ছিলেন ইলমে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। দ্বীন ও হক-বাতিলের ফায়সালার ইল্ম তাঁর মধ্যে স্থান লাভ করেছিল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ).

অর্থাৎ, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম, আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি (তৃপ্ত হয়ে) তা পান করলাম। এমনকি আমি পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হতে দেখলাম। অতঃপর তার অবশিষ্টাংশ উমার বিন খাত্ত্বাবকে দিলাম।

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তার ব্যাখ্যা কী করলেন?' তিনি বললেন, "ইল্ম।" *(বুখারী ৮২, মুসলিম ৬৩৪১নং)*

দ্বীনেও তিনি পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। মহানবী ﷺ বলেন,

(بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ).

অর্থাৎ, আমি ঘুমন্তাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম, কামীস-পরা লোকদেরকে আমার কাছে পেশ করা হল। অনেকের কামীস ছিল বুক বরাবর, অনেকের ছিল তার থেকে লম্বা অথবা খাটো। আর উমারকে আমার নিকট পেশ করা হল, তার দেহে ছিল এমন (লম্বা) কামীস, যা সে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তার ব্যাখ্যা কী করলেন?' তিনি বললেন, "দ্বীন।" *(বুখারী ২৩, মুসলিম ৬৩৪০নং)*

একদা উমার বিন খাত্ত্বাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর নিকট কুরাইশের কিছু মহিলা তাঁর সাথে কথা বলছিল এবং তাদের অধিক দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু করছিল। উমার বিন খাত্ত্বাব অনুমতি চাইলে তারা উঠে সত্বর পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতঃপর উমার প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে লাগলেন। উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার দাঁতকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।'

নবী ﷺ বললেন, "ঐ মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হলাম, যারা আমার কাছে ছিল। অতঃপর যখন তোমার আওয়াজ শুনতে পেল, তখন তারা সত্বর পর্দার আড়ালে চলে গেল।"

উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ ব্যাপারে বেশি হকদার যে, তারা আপনাকে সমীহ করবে।'

অতঃপর মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে নিজ আত্মার দুশমন নারীরা! তোমরা আমাকে সমীহ কর অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমীহ কর না।'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, আপনি রাসূলুল্লাহর চাইতে বেশি রূঢ় ও কঠোর।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ).

"থামো হে ইবনুল খাত্ত্বাব! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তান যখনই তোমাকে কোন পথে চলতে দেখেছে, তখনই সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলেছে।" *(বুখারী ৩২৯৪, মুসলিম ৬৩৫৫নং)*

উমার বিন খাত্ত্বাব, কত ভালো মানুষ! কিন্তু সবাই কি সবারই কাছে ভালো হতে পারে? মন্দের কাছে ভালো, ভালো নয়। তাঁকেও এক মন্দের হাতে শহীদ হতে হল! তাও ফজরের নামাযরত অবস্থায়!!

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ বলেন, উমারকে যখন ছুরিকাঘাত করা হল, তখন তিনি ব্যথা অনুভব করছিলেন। সে সময় ইবনে আব্বাস তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমীরাল মু'মিনীন! এমন হলেও আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। যেহেতু আপনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি তাঁকে এ অবস্থায় বিদায় দিয়েছেন, যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

অতঃপর আপনি আবূ বাকরের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি তাঁকে এ অবস্থায় বিদায় দিয়েছেন, যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

অতঃপর আপনি তাঁর সাহাবাগণের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি যদি তাঁদেরকে বিদায় দেন, তাহলে অবশ্যই এ অবস্থায় বিদায় দেবেন যে, তাঁরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।'

উমার ؓ বললেন, 'তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে, তা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক অনুগ্রহ, যা দিয়ে তিনি আমাকে দান করেছেন।

তুমি যে আবূ বাকরের সাহচর্য ও সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে, তাও তো আল্লাহ জাল্লা যিকরুহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক অনুগ্রহ, যা দিয়ে তিনি আমাকে দান করেছেন।

আর তুমি যে আমার অস্থিরতা লক্ষ্য করছ, তা তোমার কারণে এবং তোমার সঙ্গীদের কারণে। (যেহেতু ফিতনা আসন্ন।) আল্লাহর কসম! আমার যদি দুনিয়া ভরতি স্বর্ণ থাকত, তাহলে আল্লাহ আয্যা অজাল্লাহর আযাব দেখার আগে তা থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে তা দান করতাম। *(বুখারী ৩৬৯২নং)*

একদা মহানবী ﷺ উহুদ পাহাড়ে চড়লেন। সাথে ছিল আবূ বাক্র, উমার ও উষমান। উহুদ কেঁপে উঠল। তিনি নিজ পা দিয়ে আঘাত ক'রে বললেন,

(اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ).

অর্থাৎ, স্থির হও উহুদ! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও দুই শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। *(বুখারী ৩৬৮৬নং)*

নিঃসন্দেহে তিনি শহীদ ও জান্নাতবাসী। যেহেতু সে খবর আমাদেরকে মহানবী ﷺ জানিয়েছেন।

একদা তিনি উমার ؓ-কে শুনালেন,

(رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ).

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সেখানে আবূ তালহার স্ত্রী রুমাইসা রয়েছে। অতঃপর আমি পদধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি বললাম, 'এটা কে?' (কেউ) বলল, 'এটা বিলাল।' আর একটি প্রাসাদ দেখলাম, তার আঙ্গিনায় রয়েছে একটি কিশোরী। আমি বললাম, 'এটা কার?' বলল, 'উমারের।' আমি ইচ্ছা হল তাতে প্রবেশ ক'রে দেখি। কিন্তু তোমার ঈর্ষার কথা মনে করলাম।"

এ কথা শুনে উমার বললেন, 'আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতিও ঈর্ষা করব কি?' *(বুখারী ৩৬৭৯, মুসলিম ৬৪৭৪নং)*

শুধু জান্নাতীই নন, তিনি ও আবূ বাক্র বয়স্ক জান্নাতীদের সর্দার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ).

অর্থাৎ, আবূ বাক্র ও উমার নবী-রসূল ছাড়া পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতীদের সর্দার। *(আহমাদ ৬০২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৫১, সিঃ সহীহাহ ৮২৪নং)*

রাযিয়াল্লাহু আনহুম অআরযাহুম।

যুন্নূরাইন উষমান বিন আফ্ফান ﷺ-এর মর্যাদা

আমীরুল মু'মিনীন ইসলামের তৃতীয় খলীফা।

মহানবী ﷺ-এর জামাতা। তাঁকে দুই নূর (কন্যা) রুক্বাইয়াহ ও তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মে কুলষূম দান করেছিলেন।

তাঁর উপনাম ছিল আবূ লাইলা।

জীবিতাবস্থায় বেহেশ্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবার অন্যতম।

তিনি বড় ধনী সাহাবী ছিলেন, তাই তিনি 'উষমান গনী' বলে প্রসিদ্ধ।

একদা নবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি রূমার কুয়া খুঁড়বে, তার জন্য জান্নাত।"

সে কুয়া উষমান ﷺ খুঁড়লেন।

তিনি আরো বললেন, "যে ব্যক্তি সংকটকালের (তবূক যুদ্ধের) সৈন্য প্রস্তুত করবে, তার জন্য জান্নাত।"

সে সৈন্য প্রস্তুত করলেন উষমান ﷺ। *(বুখারী ২৭৭৮-নং)*

তিনি ছিলেন একজন দানবীর সাহাবী। তিনি উক্ত সঙ্কটময় যুদ্ধের সৈন্য প্রস্তুত করার সময় জামার আস্তিনে এক হাজার দীনার এনে নবী ﷺ-এর কোলে ছড়িয়ে দিলেন। নবী ﷺ সেগুলিকে উলট-পালট করতে করতে ২ বার বললেন,

(مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ).

"আজকের পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আজকের পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।" *(তিরমিযী ৩৭০১, হাকেম ৪৫৫৩নং)*

আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন এবং তিনি (মনে মনে) বললেন যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্যে থাকব।' সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, 'তিনি এই দিকে গমন করেছেন।' আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ পেসাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ-পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব।' সুতরাং আবূ বাক্র ﷺ এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি

কে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘আবূ বাক্‌র।’ আমি বললাম, ‘একটু থামুন।’ তারপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বাক্‌র, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন।’ তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।” সুতরাং আমি আবূ বাক্‌র ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, ‘প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন।’ আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত বসে পড়লেন।

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে?’ সে বলল, ‘উমার বিন খাত্তাব।’ আমি বললাম, ‘একটু থামুন।’ অতঃপর আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, ‘উনি উমার। প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন।’ তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও।” সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন।’ সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কে?’ সে বলল, ‘আমি উষমান ইবনে আফ্‌ফান।’ আমি বললাম, ‘একটু থামুন।’ তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন,

(ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ).

“ওকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় আছে।”

আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, ‘প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে।’ সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ ক’রে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, ‘এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উষমানের সমাধি অন্য জায়গায় হবে।)’

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবূ মূসা বলেন,) ‘আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বার রক্ষার নির্দেশ দিলেন।’ আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি উষমান ﷺ-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) জানালেন, তখন তিনি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়লেন এবং বললেন, ‘আল্লাহুল মুস্তাআন।’ অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল। *(বুখারী ৩৬৯৩, মুসলিম ৬৩৬৫নং)*

উষমান ﷺ ছিলেন অত্যন্ত সম্মানীয় মানুষ। এমনকি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্মান করতেন, তাঁকে দেখে লজ্জা করতেন।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাসায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর পায়ের রলা বা উরু থেকে কাপড় সরে ছিল। ইতিমধ্যে আবূ বাক্‌র ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উমার ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উষমান ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কাপড় সোজা ক’রে উঠে বসলেন। সুতরাং তিনি প্রবেশ ক’রে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর তিনি যখন বের হয়ে চলে গেলেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ﷺ-কে বললেন, ‘আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন, তখন আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না, উমার প্রবেশ করলেন, তখনও আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। কিন্তু উষমান প্রবেশ করলেন, তখন আপনি উঠে বসলেন ও কাপড় সোজা করলেন (কী ব্যাপার)?’

মহানবী ﷺ বললেন,

« أَلاَ أَسْتَحِى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ».

অর্থাৎ, আমি কি সেই ব্যক্তির কাছে লজ্জাবোধ করব না, যে ব্যক্তির কাছে ফিরিশ্‌তা লজ্জাবোধ করেন।” *(মুসলিম ৬৩৬২নং)*

রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছু ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার কারণে খাওয়ারেজের হাতে তিনি শহীদ হন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আবুল হাসানাইন আলী বিন আবী ত্বালেব ؓ-এর মর্যাদা

জীবদ্দশায় বেহেশ্‌তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবার অন্যতম।

বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম।

মহানবী ﷺ-এর আপন চাচাতো ভাই ও জামাতা, ফাতেমার স্বামী, হাসান-হুসাইনের পিতা।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মু'মিনীন।

তাঁর উপনাম হায়দার, আবূ তুরাব ও আবুল হাসানাইন।

মহানবী ﷺ তাঁকে ভালোবাসতেন। তাই তাঁকে নিজ কন্যাদান করেছিলেন।

সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন,

(لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ).

“নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।”

অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?” তাঁকে বলা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।’ তিনি বললেন, “তাকে ডেকে পাঠাও।” সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী ؓ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?’ তিনি বললেন, “তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে, তাদেরকে সে ব্যাপারে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উটনী অপেক্ষাও উত্তম।” *(বুখারী ৩০০৯, মুসলিম ৬৩৭৭নং)*

মহানবী ﷺ আলী ؓ-কে মদীনায় নায়েব বানিয়ে তবূক যুদ্ধে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। আলী বললেন, ‘আমি আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে চাই।’ আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “না।” তিনি কাঁদতে লাগলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

« أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِى ».

“তুমি কি চাও না যে, হারূন যেমন মূসার নায়েব হয়েছিলেন, তুমি তেমনি আমার নায়েব হবে? তবে আমার পরে কোন নবী নেই।” *(মুসলিম ৬৩৭৩নং)*

উক্ত হাদীসে আলী ؓ-এর পরম মর্যাদার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তবে তাতে এ কথার দলীল নেই যে, তাঁর ইন্তিকালের পর খলীফা হবেন তিনি। যেহেতু নবী হওয়া যোগ্যতার কথা উমার ؓ-এর ব্যাপারেও বলা হয়েছে।

মহানবী ﷺ তাঁকে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন। অথচ আমি একজন তরুণ। তাদের বিচার করব। অথচ বিচার জানিও না।’

এ কথা শুনে তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা (মৃদু) আঘাত ক'রে বললেন,

(اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ).

"হে আল্লাহ! তুমি ওর হৃদয়কে সুপথ দেখাও এবং ওর জিহ্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।"

অতঃপর দু'জনের মধ্যে বিচার-ফায়সালার বিষয়ে আমি কোনদিন সন্দিহান হইনি। *(ইবনে মাজাহ ২৩১০নং)*

আলী ﷺ মহানবী ﷺ-এর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন এবং জামাতাও ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন মহানবী ﷺ-এর একান্ত প্রীতিভাজন। তিনি বলেছেন,

(مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ).

অর্থাৎ, আমি যার প্রীতিভাজন, অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক, আলীও তার প্রীতিভাজন, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। হে আল্লাহ! যে তার সাথে সম্প্রীতি রাখবে, তুমি তার সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখো। আর যে তার সাথে শত্রুতা করবে, তুমি তার সাথে শত্রুতা বজায় করো। *(আহমাদ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৭৫০নং)*

বিদায়ী হজ্জে 'গাদীরে খুম' নামক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "যেন আমি আহূত হয়েছি এবং সাড়া দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক বড়; আল্লাহর কিতাব ও আমার বংশধর, আহলে বায়ত। সুতরাং খেয়াল রেখো, কীভাবে তাদের ব্যাপারে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। হওযে না আসা পর্যন্ত উভয়ে পৃথক হবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ আমার অভিভাবক ও বন্ধু। আর আমি প্রত্যেক মু'মিনের বন্ধু।"

অতঃপর আলী ﷺ-এর হাত ধরে বললেন, "আমি যার অভিভাবক ও বন্ধু, এ তার অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ! যে এর সাথে সম্প্রীতি রাখবে, তুমি তার সাথে সম্প্রীতি রেখো। আর যে এর সাথে শত্রুতা করবে, তুমি তার সাথে শত্রুতা করো। (ঐ)

সতর্কতার বিষয় যে, উক্ত হাদীস বা অন্য হাদীসে মহানবী ﷺ-এর উক্তি, "এ আমার পরবর্তী খলীফা"---তা কোনভাবেই শুদ্ধ প্রমাণিত নয়। (ঐ)

আরো জেনে রাখা দরকার যে, হাদীসে উল্লিখিত 'ইতরাতী' বা 'আহলে বায়ত' বলতে মহানবী ﷺ-এর পত্নীগণও শামিল। আর তাঁদের মধ্যে মা

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও। ঐ শব্দের উদ্দেশ্য কেবল আলী, ফাতেমা ও হাসান-হুসাইন নন।

ঐ দেখুন নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। *(আহযাবঃ ৩৩)*

আহলে বায়তের ব্যাপারে মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي).

অর্থাৎ, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা ধারণ ক'রে থাকো, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত। *(তিরমিযী ৩৭৮৬নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

নিঃসন্দেহে আলী ﷺ আহলে বায়তের একজন। তাঁকে সম্বোধন ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ).

অর্থাৎ, তুমি আমার মধ্য থেকে, আর আমি তোমার মধ্য থেকে। *(বুখারী ৪২৫১নং)*

এক খারেজীর হাতে তিনি শহীদ হন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

মুআবিয়া ﷺ-এর ফযীলত

চার খলীফার পর ইনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রনেতা। তিনি প্রথমতঃ শাম দেশের গভর্নর ছিলেন। তৃতীয় খলীফা উযমান ﷺ-এর খুনীদের খুন করার দাবীতে তিনি চতুর্থ খলীফা আলী ﷺ-কে চাপ দেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংকট মুহূর্তে তিনি তা না করতে পারলে তাঁর সাথে মুআবিয়ার বিরোধ বাধে। আলী ﷺ-এর পর তাঁর বড় ছেলে হাসান ﷺ খলীফা হলে গৃহদ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে ত্যাগ স্বীকার ক'রে মুআবিয়া ﷺ-কে নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে মুসলিমদের বহু রক্ত ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং মুআবিয়া ﷺ আমীর মুআবিয়া নামে প্রসিদ্ধ হন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে রাজা বানিয়ে যান। তাঁর রাজত্বকালে তাঁরই সৈন্যের হাতে হুসাইন ﷺ শহীদ হন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে ইসলামী ইতিহাস কলঙ্কিত হয়। আর সেই সূত্রেই গালাগালি বা কটূক্তি করা হয় আমীর মুআবিয়া ﷺ ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে।

সে সব কর্মকান্ডে কে দোষী ছিলেন, আর কে নির্দোষ ছিলেন, তা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হল, আমীর মুআবিয়া ছিলেন একজন অহী-লেখক সাহাবী। মহানবী ﷺ-এর শালা, উম্মুল মু'মিনীন রামলাহ উম্মে হাবীবাহর ভাই। মুসলিমদের খলীফা। তিনি যদি রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে ভুল কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, সে ভুলের জন্য তিনি ১টি সওয়াব পাবেন। ঠিক ক'রে থাকলে ২টি সওয়াব পাবেন। সে বিচার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সাহাবীর সম্মান বজায় রাখব।

মুআবিয়া ﷺ মক্কা-বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহানবী ﷺ-এর কাছে শুনে অহী লিখতেন। তিনি একদা তাঁকে দুআ দিয়ে বলেছিলেন,

(اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুআবিয়াকে কিতাব ও হিসাব শিক্ষা দাও এবং আযাব থেকে রক্ষা কর। *(আহমাদ ১৭১৫৩, ত্বাবারানীর কাবীর ৬২৮, সিঃ সহীহাহ ৩২২৭নং)*

আর একবার বলেছিলেন,

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ).

অর্থাৎ, তুমি ওকে সুপথের দিশারী ও সুপথপ্রাপ্ত করো এবং ওর দ্বারা (মানুষকে) হিদায়াত করো। *(আহমাদ ১৭৮৯৫, তিরমিযী ৩৮৪২, সিঃ সহীহাহ ১৯৬৯নং)*

উম্মু হারাম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

(أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের প্রথম সেনাদল সমুদ্র-যুদ্ধ করবে। তারা (তার দ্বারা) নিজেদের জন্য জান্নাত অনিবার্য ক'রে নিয়েছে।

উম্মু হারাম বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকব?' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে থাকবে।"

তারপর বললেন,

(أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের প্রথম সেনা ক্বাইসারের শহর (কনষ্টান্টিনোপল, ইস্তাম্বুল) যুদ্ধ করবে, তারা (সেই কাজের জন্য) ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

উম্মু হারাম বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকব?' তিনি বললেন, "না।" *(বুখারী ২৯২৪, হাকেম ৮৬৬৮নং)*

সন ২৭ হিজরীতে আমীর মুআবিয়া সিন্ধু-যুদ্ধ ক'রে রোম জয় করেন। আর তাঁর ছেলে ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে সন ৫২ হিজরীতে ইস্তাম্বুল শহর জয় করা হয়।

এই হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুআবিয়া ﷺ সাহাবী জান্নাতী, আর যে জান্নাতী, তাঁকে গালাগালি করা যায় না। তিনি গালি খাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন না।

আর তাঁর ছেলে তাবেয়ী। তাঁকে আমরা ভালো না বাসলেও ঘৃণা ও গালাগালি করতে পারি না। কারণ তাতে আমাদের নিজেদের ক্ষতি।

পরিশিষ্ট

আরো অনেক সাহাবী আছেন, যাঁদের নামসহ উল্লেখ আছে যে, তাঁরা জান্নাতী। তাঁদের পৃথক পৃথক ফযীলতও বর্ণিত আছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হল, কিছু নমুনা উল্লেখ ক'রে সাধারণভাবে সকল সাহাবা ﷺ-দের প্রতি সকল মুসলিমকে শ্রদ্ধাশীল ক'রে তোলা। যাতে কেউ তার লেখনীর খোঁচায়, কলমের পিচ্ছলতায়, বক্তৃতার মুখ ফস্কানিতে, কোন মর্সিয়া বা শোকগাথায় কোন সাহাবীকে আঘাত না ক'রে বসেন। কারো প্রতি কোন কটূক্তি অথবা কুমন্তব্য অথবা সমালোচনার তীর না হেনে বসেন।

সাহাবা ﷺ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন, আমরা যেন তাঁদেরকে সেই শ্রদ্ধার নজরেই দেখি। কোন কপটের কুমন্তব্যে কান দিয়ে যেন আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না ক'রে ফেলি।

আমরা যেন তাঁদের জন্য সেই দুআ করি, যে দুআ মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন,

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٠) سورة الحشر

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' *(হাশ্‌রঃ ১০)*

মহান আল্লাহ আমাদের এই দুআ কবুল করুন। আমীন।

সমাপ্ত